Vol. 3 | No. 2 | 1959

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা

Volume	3
Issue	2
Year	1959
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ সিদ্দিক খান
Published online	December 16, 1959
DOI	10.62328/sp.v3i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v3i2.3
Pages	57-98
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা

মুহম্মদ সিদ্দিক খান

Check for updates

ক। পাক ভারতে মুদ্রণের প্রথম প্রচেষ্টা*

আধুনিক পাক-ভারতীয় সাহিত্য এবং ভাষাসমূহের উন্নতির ইতিহাসে মুদ্রণের প্রাথমিক প্রচেষ্টার কাহিনী একটি চিত্তাকর্ষক অধ্যায়। ইউরোপীয়দের এদেশে আসার পূর্বে ছাপার কোন প্রচেষ্টা চলেছিল কি না তা বলা শক্ত। অবশ্য খোদাই করা কাঠ বা পোড়ামাটির পাতের সাহায্যে ছাপার অপরিপক্ক প্রচেষ্টা মধ্যে মধ্যে পরিলক্ষিত হলেও তালপাতা এবং তুলোট কাগজে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে শুরু করে ছাপানো বই অবধি রূপান্তরের বিভিন্ন স্তরগুলোও নির্দেশ করা সহজ নয়। ছাপার সেই প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে মুদ্রণীয় বিষয়কে কাঠ অথবা মাটির পাতে 'গভীর খোদাই' (deep cut) বা 'উঁচু খোদাই' (relief) অক্ষর বসিয়ে যাওয়া হতো। এ সম্পর্কে দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন যে, তিব্বতী কিংবা নেপালী প্রণালীর অনুসরণে কাঠের ব্লকের উপর সম্পূর্ণ খোদাই প্রায় দু'শো বছরের পুরানো পাণ্ডুলিপি তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেছেন যে ঐ প্রণালীর সাধারণ ব্যবহার ছিল না; এবং সৌন্দর্যবর্ধনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত কোন সাময়িক উদ্যমকে বিশেষ রীতি অথবা বিদ্যার নিয়মিত চর্চার পূর্বলক্ষণ বলে গণ্য করা যেতে পারে না।'[১]

এই প্রসঙ্গে 'চলনশীল হরফের' (Moveable type) সাহায্যে ভারতে মুদ্রণপদ্ধতি প্রবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। যে সময় বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি এ উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন ও বাণিজ্য-

---

* বর্তমান প্রবন্ধের অন্যান্য অংশে ভারত এবং বাংলাদেশ বলতে আমরা যথাক্রমে পাক-ভারত ও বিভাগপূর্ব বাংলার কথাই বোঝাব।

১। বিশ্বকোষ; পঞ্চদশ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩১১ সন, পৃঃ ১৪৭।
দীনেশ চন্দ্র সেন, A History of Bengali Language and Literature, Calcutta, পৃঃ ৮৪৯।

ব্যপদেশে আগমন করেছিল সে সময় ইউরোপে মুদ্রণশিল্পের প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়। তাই একথা অনুমান করা স্বাভাবিক যে সেই সব ঔপনিবেশিক ও ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এদেশে মুদ্রণ প্রণালীর প্রথম প্রচলন হয়। অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের মতো ছাপাখানার প্রবর্তন ও বই ছাপানোর ব্যাপারে পর্তুগীজরাই ছিল অগ্রদূত। অভিযানপ্রিয়, দুঃসাহসিক এ জাতির ছিল খৃষ্টধর্ম প্রচারে অদম্য ও অক্লান্ত উৎসাহ। পর্তুগীজ জলদস্যু, নৌ-সেনা এবং শাসকদের অব্যবহিত পরেই আসে ধর্ম প্রচারের জন্য উৎসর্গিত পুরোহিত, সন্ন্যাসী ও প্রচারকের দল। ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে লিখিত বা মুদ্রিত বইয়ের বিরাট সম্ভাবনা ও গুরুত্ব সম্পর্কে এঁরা অবহিত ছিলেন। ফলে তাঁরা বহু ধর্মপুস্তক রচনা করেন। তার এক বৃহৎ অংশ প্রথমে পর্তুগাল বা অন্য কোন ইউরোপীয় দেশে এবং পরবর্তী কালে ভারতে ছাপা হয়।

ঠিক কোন সময়ে যে ভারতে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে প্রাপ্ত তথ্যাবলী থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে পর্তুগীজরাই এদেশে সর্বপ্রথম ছাপার প্রচলন করে। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে এদেশে প্রথম বসতি স্থাপন করার কিছুকাল পরে পর্তুগীজগণ ইউরোপ থেকে দু'টি মুদ্রাযন্ত্র আমদানী করে এবং সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এ যন্ত্র দু'টি গোয়ায় প্রতিষ্ঠিত করে। যতদূর জানা যায় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গোয়ায় মুদ্রিত প্রথম বইটি ছিল পর্তুগীজ ভাষায় রচিত Conclusoes। এটির বিষয়বস্তু ছিল জনবিতর্কে ছাত্রদের ব্যবহার্য দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া যায়। এর পরের বছরেই সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার কর্তৃক সংকলিত খৃষ্টীয়ধর্ম সম্পর্কিত একটি প্রশ্নোত্তরমালা বইয়ের আকারে গোয়ায় ছাপা হয়। গোয়ার অল্পসংখ্যক পর্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত ও প্রচারক এবং পর্তুগালে শিক্ষাপ্রাপ্ত গুটিকয়েক অজ্ঞাতনামা ভারতীয়কেই এ থেকে "ভারতীয় মুদ্রণশিল্পের জন্মদাতা" রূপে আখ্যায়িত করা চলে।[১]

১। সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (২), সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৫শ খণ্ড, ১৩৪৫, পৃঃ ১১৫; বিনয় ঘোষ, কলকাতা কালচার, পৃঃ ১০১; (এঁর মতে প্রথম পর্তুগীজ মুদ্রাযন্ত্রগুলি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্থাপিত হয়।)

The Carey Exhibition of Early Printing and Fine Printing at the National Library, Calcutta, 1955. p. 1.

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বই মুদ্রণের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মূল পর্তুগীজ থেকে সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের Doctrina Christao এর "খৃষ্টীয় ভন্নকনম" নামে মালাবার-তামিল ভাষায় অনুবাদ।[১] ক্রমে ক্রমে পর্তুগীজদের মুদ্রণশিল্পের চর্চা ভারতের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলস্থ কোচিন, পুদারকয়েল, ভাইপিকট্টা, আম্বালাকাদ্দু ইত্যাদি নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়লো। প্রথম প্রথম এখানকার ছাপাখানাগুলোতে পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত ধর্মপুস্তকই ছাপা হতো। পরে ধর্মপ্রচারে দেশী ভাষার ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধার কথা উপলব্ধি করতে পেরে রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা পর্তুগীজ থেকে দেশীয় ভাষায় কয়েকটি বই অনুবাদ করেন। মুদ্রণশিল্পের গতিপথের এই পরিবর্তন পাক-ভারতের ইতিহাসকে গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলো।

বলা বাহুল্য পুস্তক প্রণয়ন ধারার গতিপথের এই শুভ পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় মুদ্রণশিল্পের দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। De Backer's Bibliotheque de la Compagnie de Jesus নামক গ্রন্থে Antoine de Proencar রচিত গ্রন্থাবলীর বিবরণে এ সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। Antoine de Proenca রচিত Vocabulario Tamulico পুস্তকটি ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে আম্বালাকাদ্দুতে মুদ্রিত হয়। উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে ফাদার জোয়ানেস গনসালভেস (Father Joannes Gonzalves) নামক জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক স্পেনীয় পাদ্রী ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে আম্বালাকাদ্দুতে সর্বপ্রথম মালাবার ভাষার কতকগুলি হরফ তৈরী করেন। উক্ত গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে যে ফাদার জোয়ানেস ফারিয়ার (Father Joannes Faria) Flos Sanctorum নামক বইটি তামিল অক্ষরে ১৫৭৮ সালে ছাপা হয়।[২]

১। আলোচ্য যুগে মালাবার ভাষা বলতে পর্তুগীজ ও অন্যান্য বিদেশীরা মালয়ালম ও তামিল উভয় ভাষাকেই বুঝাতেন।

২। Talbot Baines Reed, A HIstory of the Old English Letter Founderies, revised and enlarged ‹dn., London, 1952, p. 69.

আম্বালাকাদ বা বর্তমান আম্বালাকাদ্দু দক্ষিণ ভারতের কোচিনস্থ ত্রিচুর শহর থেকে বিশ মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম।

তামিল ভাষায় লিখিত এ বইগুলি সম্ভবতঃ মালয়ালম ধাঁচের অক্ষরের সাহায্যে মুদ্রিত হয়েছিল, কিন্তু তামিল ভাষায় বিভিন্ন জাতের অক্ষর ব্যবহারের সার্থকতা বা কারণ যে কি তা' সঠিক বোধগম্য হয় না। তামিল ভাষাভাষী লোকদের পক্ষেও অক্ষরগুলো অনেকাংশে কষ্টকর ছিল। ফাদার পলিনাসের (Father Paulinus) একটি বিবরণ থেকে জানা যায় যে ইগনাশিয়াস আইচামনি (Ignatius Aichamoni) নামক জনৈক তামিল একটি তামিল পর্তুগীজ অভিধান ছাপার জন্য কাঠের তৈরী তামিল হরফ প্রস্তুত করেছিলেন।[১]

প্রথমে মালয়ালম, তামিল এবং পরে কংকানি, মারাঠি প্রভৃতি দেশী ভাষায় বই ছাপার নীতি গ্রহণের ফলে ইউরোপ থেকে রোমান হরফ আনা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। রোমান হরফের পরিবর্তে এদেশে ছেনিকাটা ও ঢালাই করা হরফের ব্যবহার শুরু হতে থাকে।[২] ত্রাংকেবার খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ভারতীয় মুদ্রণশিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে।[৩] এর মূলে ছিল সেখানে প্রতিষ্ঠিত দিনেমার লুথেরান প্রটেষ্টাণ্ট মিশনটির প্রধান পুরোহিত বার্থোলোমিয়াস জিয়েগানবাল্গ (Bartholomæus Ziegenbalg)। তিনি পাক-ভারতের মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে তাঁর মূল্যবান অবদানের জন্য অমর হয়ে আছেন। তিনি যে কেবলমাত্র একজন সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন তা নয়, তিনি তামিল হরফ তৈরী ও তামিল বই ছাপার ব্যাপারেও অনেক কিছু করে গেছেন। ত্রাংকেবার মিশনের ছাপাখানার জন্য প্রথম প্রথম তিনি ইউরোপ থেকে প্রয়োজনীয় টাইপ আমদানী করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ঐ হরফগুলো তাঁর মনঃপূত না হওয়ায় তিনি স্বয়ং তামিল ভাষার টাইপ নির্মাণ করতে আরম্ভ করেন। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ Horti Indici Malabaricia তামিল অনুবাদ মুদ্রণের জন্য তাঁর পরিচিত ভারতীয় তামিল অক্ষরনির্মাতাদের তৈরী হরফ

১। The Carey Exhibition..., p. 1.

২। সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি সম্পাদিত ম্যানোয়েল দা আসুম্পসাওঁয়ের বাংলা ব্যাকরণ, কলিকাতা, ১৯৩৩, পৃঃ ৵৹।

৩। ত্রাঙ্কেবার মাদ্রাজের অন্তর্গত তান্‌জোর উপকূলের একটি ছোট শহর। দিনেমারগণ সেখানে ১৬২০ সালে একটি কুঠি স্থাপন করে। পরে ইংরেজরা ১৭৪৬ সালে শ্রীরামপুর এবং এই স্থানটি কিনে নেয়।

উপযুক্ত হবে না, এ জেনেই তিনি ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে আমষ্টার্ডামের কোন একজন প্রসিদ্ধ ঢালাইকর দ্বারা এক সাট (fount) মালয়ালম অক্ষর তৈরী করিয়ে আনেন। জিয়েগেনবাল্গের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল Biblica Damulica অর্থাৎ তামিল ভাষায় New Testament এর একখানা অনুবাদ। অনুবাদটি ১৭০৮ সালে সমাপ্ত এবং ১৭১৪ কিংবা ১৭১৫ সালে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।[১] বিশ্ব-কোষের একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে New Testament এর অনুবাদটির অন্তর্ভুক্ত Apostle's Creed অংশটি তামিল অক্ষরে জার্মানীর অন্তর্গত হলে (Halle) শহরে মুদ্রিত হয় ও পরে ত্রাংকেবারে পাঠানো হয়।[২]

হলে শহরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে জিয়েগেনবাল্গের দিনেমার লুথেরান প্রটেষ্টাণ্ট মিশনের বহু সমর্থক ও হিতৈষী ছিল। তারা ঐ সময় নানাভাবে তামিল বাইবেল ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বই মুদ্রণে প্রভূত সাহায্য করে এবং New Testament এর অনুবাদটির বাকী অংশ ছাপার জন্য একটা মুদ্রাযন্ত্র ও প্রয়োজনীয় টাইপ ত্রাংকেবার মিশনে প্রেরণ করে। ত্রাংকেবারের বর্দ্ধিষ্ণু ছাপাখানার চাহিদা পূরণের জন্য ত্রাংকেবারেই ভারতের সর্বপ্রথম কাগজের কল স্থাপন করা হয় বলে জানা যায়। অক্লান্তকর্মী জিয়েগেনবাল্গ অতঃপর Grammatica Damulica নামে একটি তামিল ব্যাকরণ রচনা করেন। এই বইটিও ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে হলে থেকে ছাপিয়ে আনা হয়। কিন্তু ওয়ারেন বলেন যে ব্যাকরণখানি হলে থেকে আনা টাইপের সাহায্যে ত্রাংকেবারেই ছাপা হয়। সে যা'হোক বিশ্বকোষ ও ওয়ারেন এই উভয় সূত্র থেকেই জানা যায় যে হলে থেকে আমদানীকৃত হরফগুলো ব্যবহারোপযোগী না হওয়ায় বাধ্য হয়ে জিয়েগেনবাল্গ পরিশেষে ত্রাংকেবারেই ক্ষুদ্রাকৃতির উৎকৃষ্টতর টাইপ নির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। রীড বলেন যে হলের অক্ষর প্রয়োজনাতিরিক্ত বড় ছিল; তাই দিনেমার মিশনের কর্মীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় ব্যবহারোপযোগী নতুন অক্ষর

১। W. H. Warren, "Early Tamil Printing" in Memoirs of the Madras Library Association 1941, pp 88-89.

রীডের মতে বইখানা ছাপা হয় ১৭১৪ সালে। এর আরেক সংস্করণ ছাপা হয়েছিল ১৭২২ সালে।

২। বিশ্বকোষ, পঞ্চদশ খণ্ড, মুদ্রাযন্ত্র শীর্ষক নিবন্ধ, পৃঃ ১৯৭।

তৈরী করে New Testament এর অসম্পূর্ণ অংশ মুদ্রিত করেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে ত্রাংকেবারের তামিল টাইপগুলোও কিছুটা স্থূল ও চৌকা ছিল এবং সুন্দর ছিল না। পরবর্তী কালে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলম্বোস্থ ছাপাখানায় তৈরী তামিল অক্ষরগুলো তাদের বিশিষ্ট ঢাল ও অপেক্ষাকৃত গোলাকৃতি লাভ করে।[১]

পোপ পঞ্চদশ গ্রেগরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রোমান ক্যাথলিকদের অন্যতম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মিশনারীদের শিক্ষাকেন্দ্র Congregatio de Propaganda Fide এর জন্য বিবিধ ভারতীয় ও অন্যান্য প্রাচ্য ভাষায় মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করা হয়। ১৭৭১ সালে প্রসিদ্ধ স্কটিশ অক্ষরনির্মাতা ডাঃ এডমাণ্ড ফ্রাই এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য বিশেষ আকারের এক সাট মালাবারী টাইপ তৈরী করেন। তা'ছাড়া ঐ Congregatioটি সংস্কৃত বা দেবনাগরী হরফও নির্মাণ করান। Alphabetum Brammanicumএর মতে সর্বপ্রথম নির্মিত দেবনাগরী অক্ষরগুলো এই প্রতিষ্ঠানটির জন্যই ১৭১১ সালে খোদিত ও ঢালাই করা হয়েছিল। প্রসিদ্ধ ইংরেজ অক্ষরনির্মাতা জোসেফ জ্যাকসন (১৭৩৩—১৭২৯) Joseph Jackson উইলেম বোল্টসের (Willem Bolts) ফরমায়েশ মত পরীক্ষামূলক ভাবে বাংলা হরফ তৈরীর চেষ্টা করেছিলেন। এ কারণে তাঁকে বাংলা ছাপার হরফের জন্মদাতা বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্যভাষাবিশারদ ডাঃ (পরে নাইট খেতাবে সম্মানিত) চার্লস উইলকিন্স (১৭৪৯—১৮৩৬)এ গৌরবের অধিকারী। এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে এঁদের দু'জনের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

জ্যাকসনের বাংলা হরফনির্মাণের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা ছাড়াও ভারতীয় অন্যান্য ভাষার হরফ তৈরীর কীর্তি রয়ে গেছে। তিনি এক ফাউণ্ট দেবনাগরী হরফ ছাড়াও দুই ফাউণ্ট আরবী ও ফারসী ভাষার অক্ষর প্রস্তুত

১। ১৭৩৮ সালে সিংহলবাসী ওলন্দাজ মিশনারীরা সেখানে তৈরী মুদ্রাক্ষরে সিংহলী ভাষায় একটি প্রার্থনাপুস্তক ছাপায়। এর দুই বৎসর পরে তারা সিংহলী ভাষায় New Testament এর একটি অনুবাদও প্রকাশ করে। এদের কাছে তামিল টাইপও ছিল এবং সম্ভবতঃ এগুলোরই কথা এখানে বলা হয়েছে।

করেছিলেন। রীড বলেন "জ্যাকসনের তৈরী দেবনাগরী অক্ষরের নমুনা এখনো পাওয়া যায়·····এর সংস্কৃত অক্ষর ও যুক্তাক্ষরগুলি প্লেট আকারে এক পৃষ্ঠায় ছাপা। ওগুলোর নির্মাণকৌশলে যে যথেষ্ট নিপুণতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই নৈপুণ্য শুধুমাত্র প্রাচ্য হরফনির্মাণে সীমাবদ্ধ থাকে নি—বরং আখ্যা ছাপার জন্য কতিপয় রোমান টাইপ নির্মাণেও পরিলক্ষিত হয়·····" [১]। উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক (William Kirkpatrick) নামক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন পদস্থ কর্মচারী,—যিনি কিছুদিন ভারতের প্রধান সেনাপতির পার্সীয়ান সেক্রেটারী ছিলেন তিনি Grammar and Dictionary of Hindvi Language নামক বইখানা সঙ্কলন করেন। এই বইটির জন্য জ্যাকসন অতি সুন্দর এক সাট দেবনাগরী হরফ প্রস্তুত করেন। কিন্তু যেহেতু কার্কপ্যাট্রিকের আরবী ফারসী শব্দগুলির সহিত "হিন্দু" বা হিন্দবি শব্দের পরিভাষা নামক একাংশমাত্র ১৭৮৫ সালে মুদ্রিত হয়, তাই জ্যাকসনের দেবনাগরী অক্ষরগুলো আদৌ ব্যবহৃত হয়নি। এই কারণেই জ্যাকসনের প্রাচ্যভাষার হরফনির্মাণের দক্ষতা আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত রয়ে গেছে।'

এভাবে ক্রমে ক্রমে ভারতের অন্যান্য ভাষার প্রথম হরফ উৎপত্তির কাহিনী জানা যায়। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভিনসেণ্ট ফিগিন্স (Vincent Figgins)কে দিয়ে তেলেগু ভাষার এক সাট অক্ষর তৈরী করে নেয়।

১। Reed, ৩১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের শেষাংশে দেখুন। Kirkpatrick এর বইটির শীর্ষনাম ছিল A Vocabulary, Persian, Arabic, and English, containing such words as have been adopted from the two former of these languages and incorporated into the Hindvi ; together with some hundreds of compound verbs formed from Pesrian or Arabic nouns and in universal use. Being the seventh part of the new Hindvi Grammar and Dictionary, London, 1785

উল্লেখিত 'হিন্দু' শব্দগুলি স্পষ্টতঃই ছিল হিন্দবী বা উর্দু। কেননা Kirkpatrick এর উক্ত বইটিতে এ সমস্ত শব্দগুলির জন্য কোন দেবনাগরী অক্ষর ব্যবহৃত হয়নি। তা'ছাড়া লেখক কর্তৃক বইটির শীর্ষনামেও হিন্দবী শব্দের ব্যবহারের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

পূর্বোল্লেখিত এডমাণ্ড ফ্রাই (Edmund Fry) ১৮২৪ সালে দুই আকারের গুজরাটি টাইপ প্রস্তুত করেন। ওয়ারেন বলেন যে ১৭৬১ সালে ইংরাজগণ যখন পণ্ডিচেরী দখল করে তখন তারা মাদ্রাজনিবাসী তামিল ভাষাভিজ্ঞ জার্মান পাদ্রী জোহান ফেবরিসিয়াস (Johann Fabricius) এর নিকট একটি লুণ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্র সমর্পণ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ফেবরিসিয়াস তাঁর ঐতিহাসিক ইঙ্গ-তামিল অভিধান প্রণয়ন করেন। অচিরেই তাঁর ছাপাখানাটি মাদ্রাজের অন্তর্গত ভেপারীর Diocesan Press নামে খ্যাতি অর্জন করে। ভারতে সর্বপ্রথম মাদ্রাজে তামিল অক্ষর প্রস্তুত হয় এবং এগুলোর ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ভেপারীর ছাপাখানায় ব্যবহৃত হতো বলে উল্লেখ আছে।[১] স্বনামখ্যাত ইংরেজ হরফনির্মাতা উইলিয়াম ক্যাসলন (Wiliam Caslon) ১৮২৫ সালে সংস্কৃত টাইপ তৈরী করেন। পাক-ভারতীয় অন্যান্য ভাষার হরফ এমনি করেই নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের আদি নির্মাতাদের পরিচয় আজও সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে নি। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হার্টফোর্ডের খ্যাতিসম্পন্ন স্টিফেন অষ্টিন প্রতিষ্ঠানটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য ভারতীয় ভাষায় বহু পুস্তক ছাপিয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি হার্টফোর্ডে প্রতিষ্ঠিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কলেজের অনুমোদিত ভারতীয় ভাষার পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ কার্যে নিয়োজিত ছিল। ১৮০৬ সালে হার্টফোর্ডে কলেজটি প্রথম স্থাপিত হয় এবং তিন বৎসর পর কলেজটিকে হেইলীবারিতে স্থানান্তরিত করা হয়।[২] অষ্টিন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মিত টাইপে ১৮৪৭ সালে সংস্কৃত হিতোপদেশ গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়।

১। Warren.

২। হেইলীবারী কলেজটি ১৮০৬ সালে স্থাপিত হয়। সিভিলিয়ান হিসাবে ভারতে পাঠাবার জন্যে মনোনীত ইংরেজ যুবকদের এখানে তিন বছরের জন্য শিক্ষা দেওয়া হতো। শিক্ষাসমাপ্তির পর তাদের রাইটার হিসাবে কোম্পানীর অধীনে ভারতে পাঠানো হতো। এই কলেজের কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল এক বিশেষ পাঠ্যতালিকার মাধ্যমে এ সমস্ত যুবক সিভিলিয়ানদের ভারত এবং ভারতবাসীদের উপযোগী করে গড়ে তোলা। অন্যান্য শিক্ষা ছাড়াও এখানে শিক্ষার্থীদের আরবী, ফারসী, হিন্দুস্তানী (উর্দু), হিন্দী ভাষা এবং এসিয়ার ইতিহাস আয়ত্ব করতে হতো। ১৮৫৫ সালে কলেজটি বিলুপ্ত হয়।

বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের (১৭৫৯—১৭৯৩) সময় তাঁর নিজের উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানে সাফল্যজনক মুদ্রণের কথা জানা যায়। Bengal Armyর Major Yuleএর বিবরণী পাঠে জানা যায় যে ১৮০৩ সালে ইংরাজবাহিনী কর্তৃক আগ্রাদুর্গ দখলের সময় একটা মুদ্রাযন্ত্র দুর্গের অভ্যন্তরে পাওয়া যায়। Major Yuleএর প্রুফশীটগুলি দেখে বিস্মিত হন কেননা অক্ষরগুলি ছিল অতি সুন্দর। ঘটনাস্থলে উপস্থিত Major Yule, Lieutenant Mathews এবং অন্যান্য ইংরাজ সেনানীরা মনে করেন যে এটাই সম্ভবতঃ হিন্দুস্থানে ছাপার প্রথম প্রচেষ্টা।[১]

১৭৭৮ সাল থেকে বিভাগপূর্ব বাংলার ছাপা ও প্রকাশনার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। প্রাচ্য ভাষাবিশারদ পণ্ডিতবর্গ এবং প্রাচ্যভাষানুরক্ত গভর্ণর-জেনারেলদের সাহায্য ও সহানুভূতির ফলেই এই যুগের গোড়াপত্তন। পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই বই রচনা ও প্রকাশের এই উদ্যম সাফল্যের চরমে উন্নীত হয়। এই সময়েই শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায় এবং পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্তৃপক্ষের উৎসাহ ও সক্রিয় সাহায্যের ফলে বাংলা বই ছাপার পরিমাণ আশাতীত রূপে বেড়ে যায়।

খ। বাংলা প্রথম মুদ্রিত পুস্তকাবলী ও ছাপাখানা সমূহ—(১৭৯৯ সাল পর্যন্ত)

বাংলা বই রচনা ও ছাপার ক্ষেত্রে পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকদের একনিষ্ঠ ও অক্লান্ত সাধনার কথা উল্লেখ না করলে পাক-ভারতীয় ভাষার উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা সম্পর্কিত এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

পাক-ভারতের পশ্চিম উপকূলে প্রথমে বাণিজ্যে সাফল্যলাভ ও পরে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করার পর পর্তুগীজ সওদাগরগণ নতুন নতুন ব্যবসাকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে সমস্ত উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়লো। ইউরোপীয় ও আরব পর্যটকদের বিবরণী মারফত সমৃদ্ধিশালী দেশরূপে বাংলার খ্যাতি শুধু সেকালে নয় বরং পঞ্চদশ শতাব্দীর বহু পূর্বেই দিকে দিকে বিস্তৃত হয়েছিল। বাংলার প্রচুর ধনদৌলতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দুঃসাহসী পর্তুগীজ বণিকগণ

১। W. H. Carey, The Good Old Days of Honorable John Company, 1909 reprint, Vol. I, p. 332-333.

অনতিবিলম্বে বাংলায় উপনিবেশ স্থাপনে মনোযোগী হয়। ন্যুনো দা কুনহা (Nuno da Cunha) (১৫৩৯—১৫৩৮) নামক গোয়ার জনৈক পর্তুগীজ শাসনকর্তা বাংলার সমুদ্রোপকূলে বাণিজ্যঘাটি স্থাপনের জন্য বহুকাল অবধি খুব আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁর এই বহুদিনের বাসনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে পাঁচটি জাহাজযোগে একদল বণিককে চট্টগ্রাম প্রেরণ করেন। তার পর থেকেই ১৫৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বৎসরই চট্টগ্রামে (পর্তুগীজ ভাষায় পোর্টো গ্রাণ্ডে Porto Grande) পর্তুগীজ জাহাজ নিয়মিত আসাযাওয়া করতে আরম্ভ করে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলায় বেশ কয়েকটি পর্তুগীজ বাণিজ্য কুঠি গড়ে উঠে। হুগলীতে স্থাপিত কুঠিটিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বণিকদের অব্যবহিত পরে ধর্মপ্রচারকগণ আসতে থাকেন ও নানাস্থানে মিশন নির্মাণ করে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। ব্যাণ্ডেলের পুরানো পর্তুগীজ গির্জার ন্যায় ঢাকার ভাওয়াল পরগণাস্থ নাগোরির গির্জা ও মিশনটি বেশ প্রসিদ্ধ। এই মিশনের উৎসাহী পাদ্রী ফাদার ম্যানুয়েল দা আসুম্পসাওঁ (Father Manoel da Assumpcao) এর রচিত ও তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মুদ্রিত বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ছাপা তিন খানা বই মিশনটিকে অমর করে রেখেছে।

বাংলাদেশের পর্তুগীজ মিশনগুলোর প্রধান পাদ্রী ফাদার মার্কস আন্তনিয়ো সানটুচ্চি (Father Marcos Antonio Santucci) নালোয়াকট (Nelua Cot) থেকে গোয়ার পাদ্রীদের প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের নিকট লিখেন যে "The fathers (Ignatius Gomes, Manoel Surayva and himself) have not failed in their duty: they have learned the language well, have composed vocabularies, a grammar, a confessionary and prayers; they have translated the Christian Doctrine [Doutrina Christa or catechism] etc. nothing of which existed until now."[১]

১। O Chronista de Tissuary, গোয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৬৭ সাল, ১২ পৃষ্ঠা। Bengal : Past and Present পত্রিকার নবম খণ্ড, প্রথম ভাগ, ৪৬ পৃষ্ঠায় Hosten এর the Three First Type Printed Bengali Books শীর্ষক প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

জেসুইট মিশনারী ফ্রান্সিসকো ফার্নাণ্ডেস (Francisco Fernandes) পূর্ববাংলার শ্রীপুর থেকে গোয়াস্থ জেসুইট মিশনেব অধ্যক্ষ নিকোলাস পিমেণ্টাকে (Nicolas Pimenta) লিখিত এক পত্রে তাঁর সংকলিত খৃষ্টধর্মের মূলনীতি সম্বলিত একটি গ্রন্থ ও অপর একটি প্রশ্নোত্তরমালার কথা উল্লেখ করেন। তাঁরই সহকর্মী ডমিনিক দা সুজা (Dominic da Sousa) যিনি বাংলা শিখতে আরম্ভ করেছিলেন, তিনিই বই দুটি বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৭২৩ সালে উল্লেখিত ফাদার বারবিয়ে (Father Barbier) নামে একজন পর্তুগীজ পাদ্রীর রচিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরমালা নামক একটা ক্ষুদ্র বাংলা বইএর সন্ধান পাওয়া যায়।[১]

যা হোক এখানে সেখানে উল্লেখের ফলে বইগুলোর নাম আমাদের আর অজানা নয়। তবে যেহেতু এদের কোনটার সন্ধান বর্তমানে পাওয়া যায় না তাই বইগুলোর বিস্তারিত বিবরণ কিংবা তাদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। এমন কি তাদের সবগুলো অথবা কোন একটা বই মুদ্রিত আকারে ছিল কি না তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না।

পরবর্তী সময়ের কয়েকটি বই আজও কালের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করে বেঁচে আছে। এই বইগুলি সম্বন্ধেই আমরা এখন আলোচনা করবো। আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু বাংলার আদি মুদ্রণ ও মুদ্রিত বই হলেও ভারতের বাইরে রচিত ও মুদ্রিত বাংলা বই সম্পর্কে এখানে কিছু বলা সমীচীন মনে করি। এই জাতীয় বইগুলোর মধ্যে পাদ্রী ম্যানুয়েল দা আসুম্পসাওঁএর প্রণীত রোমান হরফে মুদ্রিত তিনটি বাংলা বই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফাদার আসুম্পসাওঁ ১৭৩৪ সালে বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি বাংলার St. Nicholas of Tolentino মিশনের রেক্টর রূপে কাজ করার সময় ১৭৪২ সালে ভাওয়াল পরগণার নাগোরির ক্যাথলিক গির্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[২] আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে পর্তুগীজদের স্বদেশ থেকে আমদানীকৃত অথবা ভারতে মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টধর্মের প্রচার। ম্যানুয়েল দা আসুম্পসাওঁএর বইগুলো

১। সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কলিকাতা; ৪৫ খণ্ড, পৃঃ ৫২। সজনীকান্ত দাস সুনীতি কুমার চাটার্জী এবং সুরেন্দ্রনাথ সেন থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

২। এই মিশন এবং নাগোরির গির্জার ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণের জন্যে Campos এর History of the Portuguese in Bengal কলিকাতা, ১৯১৯ ইংরাজী, পৃঃ ২৪, ১১১, ও ১৪৭-২৪৯ দেখুন।

রচনার পিছনে শুধুমাত্র এই প্রেরণাই কাজ করেছে। নিজের স্বীকৃতির মধ্যেই তিনি বলেছেন যে নবদীক্ষিত খৃষ্টানদের কাছে খৃষ্টধর্মের নীতিগুলো অপেক্ষাকৃত সহজ করে তোলাই ছিল তাঁর পুস্তক রচনার মূল উদ্দেশ্য। ফাদার আসুম্পসাঁও এর রচিত বইগুলোর নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(ক) Catechismo da Doutrina Christaá বা খৃষ্ট মতবাদ সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর মালা। কথোপকথনের মাধ্যমে খৃষ্টধর্মের মূলনীতিগুলোর ব্যাখ্যা হল বইটির বিষয়বস্তু। ১৭৪৩ সালে বইটি লিসবনে ফ্রান্সিসকো দা সিলভা (Francisco da Silva) কর্তৃক মুদ্রিত। বইটি পর্যায়ক্রমে এক কলাম বাংলা ও পরবর্তী কলাম পর্তুগীজ ভাষায় রচিত এবং এর বাংলা অংশ রোমান হরফে মুদ্রিত হয়েছে।

ভূষণার খৃষ্টধর্মান্তরিত একজন বাঙালী রাজকুমার ঐ বইটির মূল রচয়িতা। ম্যানুয়েল দা আসুম্পসাঁও মূল বাংলা থেকে পর্তুগীজ ভাষায় এর অনুবাদ করেন। পুস্তকটির মুদ্রণ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। স্পেনের ভ্যালাদলিদস্থ Colegio dos Agostinhos Filipinosএর পাদ্রী ফাদার থার্সো লোপেজের প্রেরিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ফাদার হোষ্টেন বলেন যে বইটি উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারেই মুদ্রিত হয়। কিন্তু ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর সম্পাদিত ব্রাহ্মণ ক্যাথলিক সংবাদে বলেন যে বই খানি আদৌ ছাপা হয় নি এবং তিনিই স্পেনের ইভোরায় রক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপির অংশের প্রতিলিপির প্রথম মুদ্রণ করেন।[১]

১। H. Hosten "The Three First Type Printed Bengali Books. Bengal Past and Present: vol-IX Pt. 1, July-Sep. 1914, pp. 40-63.

ডাঃ সেনের বইটি উপরোল্লেখিত নামে ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। মূল বইটি Don Antonio da Rozario নামক ভূষণার একজন বাঙালী রাজকুমার কর্তৃক লিখিত হয়। তিনি বাল্যকালে মগদস্যুদের হাতে বন্দী হয়ে আরাকানে নীত হন। এই সময়ে তিনি আরাকানস্থ রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের দ্বারা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। তাদের সাহায্যে বাংলায় ফিরে এসে এই বাঙালী রাজকুমার বাংলায় পর্তুগীজ মিশনারীদের শক্তির আধার হয়ে উঠেন। আসুম্পসাঁও মূল বইটির পর্তুগীজ অনুবাদ করেন এবং বইটি এভোরার আর্চবিশপ Father Miguel des Tavoraর নামে উৎসর্গ করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে আসুম্পসাঁও নিজে ছিলেন এভোরার অধিবাসী।

(খ) Compendio dos Misterios da Fe... ফাদার ম্যানুয়েল দা আস্থম্পসাঁওএর রচিত খৃষ্টধর্মের রহস্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার সম্বলিত এই বইটি লিসবনে ১৭৪৩ সালে ফ্রান্সিসকো দা সিলভা কর্তৃক মুদ্রিত হয়। বইটির বিশেষত্ব এখানে যে বইটির ডান হাতের পৃষ্ঠায় মূল পর্তুগীজ ও বাম হাতের পৃষ্ঠায় বাংলা অনুবাদ ছাপা।

এই বইটি Catechismo da Doutrina Christa Ordenado por modo de Dialogo em Idioma Bengalla e Portuguez নামেও পরিচিত। এর বাংলা আখ্যা হলো 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (Crepar Xaxtrer Orth bhed)

(গ) Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez dividido em duas Partes...[দুইভাগে বিভক্ত বাংলা এবং পর্তুগীজ ভাষার একটি শব্দকোষ] বইটি ফ্রান্সিসকো দা সিলভা কর্তৃক ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে লিসবনে মুদ্রিত। এই বইটিতেও বাংলা হরফের পরিবর্তে রোমান হরফ ব্যবহার করা হয়েছে। বইটি বাংলা ও পর্তুগীজ এই দুই ভাগে বিভক্ত এবং বাংলা শব্দকোষের প্রথমে বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।[১]

রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীদের দ্বারা রচিত অপর দুইটি বইয়ের লেখকের নাম বেণ্টো দা সুজা (Bento Da Souza)। গোয়ায় তাঁর জন্ম হলেও বাংলা দেশে তিনি সুদীর্ঘ পনর বছর কাজ করেছেন। তিনি Book of Prayer ও Catechism নামে দুইটি বইয়ের অংশবিশেষের বঙ্গানুবাদ করেন। পুস্তক দুটি 'প্রার্থনামালা' (Prarthanamala) ও 'প্রশ্নোত্তরমালা' (Proshnottar-mala) নামে লণ্ডন থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়।

বাংলাদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের কাজ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় লিখিত বই রোমান হরফে ছেপে প্রকাশ করার জন্য পর্তুগীজ পাদ্রীর সযত্ন প্রচেষ্টা সত্বেও বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের অনুরূপ উন্নতি সাধিত হয় নি। নিম্নলিখিত কারণগুলোর সাহায্যে এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে : (১) প্রথমতঃ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত পাদ্রীগণ শুধুমাত্র ধর্মমূলক

১। Hosten.

বই প্রকাশ করতেন; (২) রোমান হরফে ছাপা এই সব বইয়ের প্রতি সাধারণ মানুষের বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না এবং (৩) শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর ও অসংঘবদ্ধ বাঙালী জাতি তাদের ভাষা ও সাহিত্যে মুদ্রণের বিপুল সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করে উঠতে পারে নি। এ ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিরাজমান হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিও ছিল সেই ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ।

এই সব কারণে পঁয়ত্রিশ বছর পরেও ন্যাথানিয়েল ব্রাসী হলহেড (Nathaniel Brassey Halhed) (১৭৫১-১৮৩০) এবং উইলিয়ম কেরীর (William Carey) (১৭৬১-১৮৩৪)[১] মতো নিরপেক্ষ অথচ নির্ভরযোগ্য পর্যবেক্ষকগণ ঐ আমলের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বইএর তীব্র অভাব লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছিলেন। হলহেড তাঁর বিখ্যাত A Grammar of the Bengal Language এর প্রণয়ন ও প্রকাশের সময় বলেন যে বাঙালী লেখকদের লেখার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সত্তেও তিনি ধর্মীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সহ মাত্র ছ'খানি বইয়ের সন্ধান পান। এই বইগুলি হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির আকারে তাঁর হস্তগত হয়। পরে বাংলা ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত উইলিয়াম কেরী যখন বাংলার ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নবদ্বীপ পরিভ্রমণ করেন তখন অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি মাত্র ৪০টি বইয়ের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পর্তুগীজদের প্রচেষ্টায় লিসবনে মুদ্রিত তিনটি বাংলা বইয়ের জন্য ১৭৪৩ সালে বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বছর হিসাবে পরিগণিত হয়। পক্ষান্তরে শুধুমাত্র একটি বই মুদ্রণ ও প্রকাশের ফলে ১৭৭৮ সাল বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের ইতিহাসে তার চেয়েও অধিক স্মরণীয় বৎসর।

১। Dictionary of National Biography Vol. viii. pp. 625-26 হলহেডের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কেরীর জীবনকথা সম্বন্ধে অনেক বই আছে। এর মধ্যে J. C. Marshman লিখিত The Life and Times of Carey, Marshman and Ward...1859 ও S. Pearce Carey প্রণীত William Carey, London. 1923 বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৭৪৩ সাল থেকে ১৭৭৮ সালের প্রারম্ভ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাংলা দেশে রচিত কোন ছাপা বইয়ের পরিচয় পাওয়া যায় না, তাই এই কালকে বাংলা পুস্তক মুদ্রণের বন্ধ্যাত্বের যুগ বলা যেতে পারে। ঐতিহাসিক ১৭৭৮ সালে হলহেড তার বিখ্যাত ব্যাকরণটি হুগলীতে ছাপেন। চার্লস উইলকিন্সের তৈরী প্রথম বাংলা হরফে মুদ্রিত এই বইটির বহুস্থানে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে বহু সংখ্যক উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে।[১] হলহেড এবং উইলকিন্সের যুগ্ম প্রচেষ্টার ফলে বাংলা সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি হয়। উত্তরকালে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী জাতীয় সাহিত্যরূপে বাংলার স্বীকৃতি পাওয়ার মূলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই দুই ইংরাজ সিভিলিয়ানের দান অনেকখানি। অবশ্য সেই সময়ে মুদ্রিত বাংলা বইয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা তাঁরা নিজেরা কিংবা তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ও বাংলার সুধীসমাজের কারো পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না।

মুদ্রিত বাংলা বইয়ের সংখ্যা এবং বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন দীন অবস্থা হলহেড, কেরী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের নিকট নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও বেদনাদায়ক হলেও এই সময় হতে তাঁদের সযত্ন সাধনার ফলে বাংলা বই উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক সুবর্ণ যুগের সূচনা হয়। এই স্বর্ণযুগ সৃষ্টির পেছনে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটা কাজ করেছে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে উচ্চতর যুদ্ধ কৌশল, কূটনীতির প্রয়োগ ও ষড়যন্ত্রের বলে ইংরাজগণ কলহপ্রিয় স্বার্থপর ওমরাহ পরিবেষ্টিত আরামপ্রিয় দুর্বল নবাবের কাছ থেকে শাসনদণ্ড সম্পূর্ণভাবে ছিনিয়ে নেয়। পরবর্তী যুগে ইংরাজ শাসন এদেশে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করার উদ্দেশ্যে ইংরাজগণ ক্রমে ক্রমে একদিকে মুসলমান আমলের সরকারী ভাষা ফারসীর বিরুদ্ধাচরণ ও অপরদিকে আরবী-ফারসী শব্দবর্জিত সংস্কৃতবহুল বাংলার পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। তাদের বাংলা ভাষার প্রতি এই আকস্মিক অনুরাগের পেছনে ভাষাগত কিংবা সাহিত্যিক মূল্যবোধের চাইতে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের প্রেরণাই ছিল প্রধান। বহুদিন পর্যন্ত মুসলমান রাজদরবারে ফারসী

১। হলহেডের ব্যাকরণ মূলতঃ লেখা হয় সে সমস্ত ইংরাজ শিক্ষার্থীদের জন্য যাদের বাংলা ভাষার সাথে প্রাথমিক পরিচয় ছিল।

রাজভাষার সম্মান পাচ্ছিলো বলে সেই আমলের অন্যান্য দেশীয় ভাষার মতো বাংলাও ছিল ফারসী শব্দবহুল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার পরাজয়ের ফলে বাংলা দেশের শাসনভার বৃটিশ শক্তির হাতে চলে যায়। তাই এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে বিজয়ী ইংরাজ বিজিত মুসলমান শাসকদের রীতি-নীতি, আদব-কায়দা এবং ভাষাকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে। আরবী-ফারসীবর্জিত সংস্কৃত-গন্ধী বাংলাভাষার উন্নয়নে ইংরাজদের এই উৎসাহ ছিল বাঙালী মুসলমানদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু করার বহুবিধ কারসাজির মধ্যে অন্যতম।[১]

তা'ছাড়া একথাও অনস্বীকার্য যে ইউরোপীয় সিভিলিয়ানদের শাসনকার্যে দক্ষ করে তোলার জন্য কোম্পানী তাদেরকে দেশীয় ভাষার সঙ্গে পরিচিত করার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলো। সংস্কৃত, বাংলা ও অন্যান্য প্রাচ্যভাষায় সুপণ্ডিত হলহেড, ফর্‌ষ্টার, কোলব্রুক, কেরী প্রমুখ ইংরাজ সিভিলিয়ান ও মনীষীরা সংস্কৃতবহুল বাংলা ভাষা শিক্ষা দেবার গোঁড়া সমর্থক ও উদ্যোক্তা ছিলেন, এবং পরিশেষে তাঁদের এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করে। ডাঃ সুশীল কুমার দে এই উক্তির সমর্থনে লেখেন যে, "হলহেড ও ফর্‌ষ্টারের চেষ্টা এবং শ্রীরামপুর মিশনারী সম্প্রদায় ও রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতার ফলে বাংলা ভাষা শুধু বাংলার সরকারী ভাষাতেই পরিণত হয় নি, বরং তা ভারতের অন্যান্য দেশীয় ভাষার চেয়ে অধিকতর সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।[২] মুসলমানী বাংলা সহ একে একে পাক-ভারতে ব্যবহৃত অন্যান্য ইসলামী ভাষার বিরুদ্ধে এইভাবে ইংরেজ শক্তি একজোট হয়ে দাঁড়ায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনযন্ত্রের সমর্থনপুষ্ট খাঁটি বাংলার সমর্থক প্রাচ্যভাষাবিদ ঐ সব ইংরেজদের অদম্য প্রচেষ্টার চূড়ান্ত ফলস্বরূপ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী এক আইন পাশ করে। এই আইনবলে সরকারীভাবে কোম্পানীর আওতাভুক্ত সমস্ত আদালতে আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

১। W. W. Hunter এর The Indian Musalmans দ্রষ্টব্য।

২। Sushil Kumar De, History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, 1800—1825, Calcutta, 1919. পৃঃ ৯১।

ক্রমে ক্রমে ফারসী ভাষার পরিবর্তে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহারে দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অর্থাৎ ১৭৫৫ সালের পর থেকে ভারতের হাটে-বাজারে দেশীয় ভাষায় সরকারী বিজ্ঞাপন টাঙানোর কথা জানা যায়। ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭২ সালে বাংলার গভর্ণর এবং ১৭৭৩-১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। তিনি কোম্পানীর ইংরাজ সিভিলিয়ানদের জন্য এমন এক জাতীয় শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কোম্পানীর ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে থেকেও তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে যেতে পারে। ভারতের প্রধান প্রধান দেশীয় ভাষাগুলো শিক্ষা ছিল এই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ এবং এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই ফোর্ট উইলিয়াম ও হেইলিবারি কলেজের পাঠ্য-তালিকার প্রস্তুতির সময় এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিলো। ব্যক্তিগতভাবে হেষ্টিংস নিজে ও গ্ল্যাডউইন, হলহেড, উইলকিন্স, জোন্‌স্ প্রমুখ প্রাচ্যভাষাবিদ ইংরাজ পণ্ডিতবর্গের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ফোর্ট উইলিয়াম ও হেইলিবারী কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য দেশীয় ভাষায় রচিত যথেষ্ট সংখ্যক বই প্রকাশের ব্যাপারে তাঁদের নিয়মিত উৎসাহ দিতেন।

ইউরোপীয় (এবং পরবর্তী কালে ভারতীয়) পণ্ডিতদের প্রাচ্যভাষা শিখতে এবং সে সমস্ত ভাষায় বই লিখতে উৎসাহ দেবার নীতি উত্তরকালে আরো ব্যাপক আকারে গৃহীত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন গভর্ণর জেনারেল ছিলেন তখন প্রখ্যাতনামা ইংরাজ রাজনীতিবিদ ও জনসেবক মিঃ উইলিয়াম উইলবারফোর্স পার্লামেণ্টে প্রস্তাব করেন যে দেশীয় শিক্ষার প্রসারকল্পে পাক-ভারতে কোম্পানীর বেশী এবং ভাল সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা উচিত। এ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে আপাতঃদৃষ্টিতে এই মহৎ উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় পাদ্রী ও শিক্ষিত ব্যক্তি অনুপ্রাণিত হয় এবং ভারতে বহু ছাপাখানা স্থাপনে ও ভারতীয় শিক্ষার উন্নতি সাধনে আত্ম-নিয়োগ করে। বস্তুতঃ খৃষ্টধর্ম প্রচার ও এদেশে একদল উৎকৃষ্ট সিভিলিয়ান সৃষ্টিই ছিল ঐ ছাপাখানাগুলো স্থাপনের প্রাথমিক ও মূল উদ্দেশ্য। পরোক্ষভাবে এই ছাপাখানাগুলোর সাহায্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হয় এবং এদেশের শিক্ষাও দ্রুত প্রসার লাভ করে।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীরা বৃটিশ পাক-ভারতে স্থান না পেয়ে বাধ্য হয়ে দিনেমার রাজ্য শ্রীরামপুরে তাঁদের মিশন ও ছাপাখানা স্থাপন করেন। এর পরের বৎসরই ইংরাজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার প্রকাশ্য অভিপ্রায় নিয়ে লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার মুদ্রিত পুস্তকের ইতিহাসে এই ঘটনা দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের সমর্থন ও সাহায্যে বাটারওয়ার্থ বেইলী, ডাঃ কেরী এবং প্রাচ্যভাষা শিক্ষায় উৎসাহী অন্যান্য ব্যক্তিগণ মিলে Calcutta School Book Society প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতিটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও মুদ্রিত বইয়ের অধিকতর প্রসার ও ক্রমোন্নয়ন।

বাংলা মুদ্রণশিল্পের উন্নয়নের ইতিহাস বৈচিত্র্যময় কিন্তু এর ধারা যে কেন বাধা-বিমুক্ত অবাধ গতিতে প্রবাহিত হয় নি সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করবো। কিন্তু তার পূর্বে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে বাংলা দেশের মুদ্রণ পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা সমীচীন মনে করি। ১৭৭৮ সালে এনড্রূজ নামক জনৈক পুস্তক বিক্রেতা হুগলীতে বাংলার সর্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখানা থেকেই হলহেডের ব্যাকরণটি ছাপা হয়। বেঙ্গল গেজেটের কুখ্যাত সম্পাদক এবং প্রকাশক জেমস্ অগাষ্টাস হিকী দুই বছর পরে বাংলার দ্বিতীয় ছাপাখানা 'বেঙ্গল গেজেট প্রেস' স্থাপন করেন। এই প্রেস থেকেই 'হিকীর গেজেট' নামে সমধিক পরিচিত বেঙ্গল গেজেট পত্রিকা প্রকাশিত হতো। বেঙ্গল গেজেটে হিকীর যথেচ্ছা নিন্দাভাষণে সরকারী মহল অচিরেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তৎকালীন বৃটিশ-ভারতের বড়লাট হেষ্টিংস ও তাঁর কাউন্সিল হিকীকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইনকে একটি প্রেস স্থাপনের জন্য উৎসাহ দেন। গ্ল্যাডউইন ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে Calcutta Gazette Press স্থাপন করেন।[১] এ প্রেস থেকেই সরকারী গেজেট প্রকাশিত হতো

১। গ্ল্যাডউইনের আধা-সরকারী ছাপাখানিটি ১৭৮৬ সালের শেষে বা ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মরিস হ্যারিংটন ও মেয়ারের নিকট বিক্রি হয়। সরকারী মুদ্রণের কাজ ১৮১৫ সালে ২৫শে মে তারিখে সদ্যস্থাপিত মিলিটারী অর্ফ্যান প্রেসে হস্তান্তরিত করা হয়।

এবং কোম্পানীর অধিকাংশ মুদ্রণকার্য নিষ্পন্ন হতো। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা মুদ্রণশিল্পের জনক চার্লস উইলকিন্সের সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে সরকার নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রেসটি প্রথমে অনারেবল কোম্পানীর প্রেস ও পরবর্তীকালে গভর্ণমেণ্ট প্রেস নামে পরিচিত হয়। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা শহরে কলিকাতা ক্রনিকল প্রেস, পোষ্ট প্রেস, ফেরিজ এণ্ড কোম্পানীর প্রেস, রোজারিও এণ্ড কোম্পানীর প্রেস সহ বহুসংখ্যক ছাপাখানা গড়ে উঠে। এই সবগুলো ছাপাখানাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপিত এই সব ছাপাখানাগুলোতে ছাপার আনুমানিক খরচ নির্দেশ করার উদ্দেশ্যে উইলকিন্সের ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর প্রেসে কি পরিমাণ খরচ পড়তো তার একটি হিসাব নীচে দেওয়া গেল।[১]

ইংরাজী ছাপার হার

ফোলিও পোষ্টের কাগজের প্রতি দিস্তার জন্য খরচ

	সিক্কা টাকা
এক পৃষ্ঠার জন্য	৩৲
উভয়	৫৲

ফারসী ও বাংলা ছাপার হার

ফোলিও পোষ্টের কাগজের প্রতি দিস্তার জন্য খরচ

এক পৃষ্ঠার জন্য	৫৲
উভয় ,, ,, ...	৭৲

১৭৯৯ সালে লর্ড ওয়েলেসলী মহীশূরের অধিপতি টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধকালীন জরুরী ব্যবস্থাবলম্বন হিসেবে অবাধ মুদ্রণের উপর তিনি কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করেন। ফলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বহুক্ষেত্রে সঙ্কুচিত হয় ও বাংলা মুদ্রণের গতি অস্বাভাবিকরূপে ব্যাহত হয়।

১। Revenue Dept. Letter dated 8th January, 1779. সজনীকান্ত দাসের বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ শীর্ষক প্রবন্ধে (সাহিত্য পত্রিকা, ৪৫ খণ্ড, পৃঃ ১৮৮, ১৩৪৫-বাংলা ১৯৩৯ ইং) বিবৃত।

এ নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চলতে থাকে। অতঃপর ১৮১৮ সালে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল মার্কোয়েস অব হেষ্টিংস ছাপাখানার উপর আরোপিত কড়াকড়ি বহুলাংশে হ্রাস করেন।[১] এর স্বাভাবিক ফলস্বরূপ এ দেশে বহুসংখ্যক ছাপাখানা গড়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে স্থাপিত বেশ কয়েকটি ছাপাখানার মালিক ভারতীয়েরা ছিলেন বলে জানা যায়।

১৮২৫—২৬ খৃষ্টাব্দে একমাত্র কলিকাতাতেই প্রায় চল্লিশটি প্রেস চালু অবস্থায় ছিল। এগুলোর মধ্যে পূর্ববর্ণিত প্রধান প্রধান ছাপাখানাগুলি ছাড়া বৌবাজারের মিঃ লেভেনডিয়ারের প্রেস, ইটালীতে (এণ্টালী) মিঃ পিয়ার্সের প্রেস, ধর্মতলার রামমোহন রায়ের ইউনিটারিয়ান প্রেস, ১৮০৬—১৮০৭ সালে স্থাপিত খিদিরপুরের বাবুরামের সংস্কৃতযন্ত্র (এঁরা ছিলেন দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দী ছাপায় বিশেষজ্ঞ), মির্জাপুরে মুন্সী হেদায়েতউল্লার মোহাম্মদী প্রেস, হিন্দুস্থানী প্রেস, কলেজ প্রেস প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উইলিয়াম কেরী এবং শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রীদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেস সে সময়ের বাংলার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রেস ছিল। এ সম্বন্ধে অপর একটি প্রবন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে ১৭৭৮ সালের পূর্বে চালু ছাপাখানাগুলো সাধারণতঃ বিদেশ থেকে ইংরাজী এবং অন্যান্য দেশীয় ভাষার টাইপ আমদানী করত। এমন কি কাগজ, কালি ও ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদির জন্যও এঁরা সম্পূর্ণরূপে বিদেশের মুখাপেক্ষী ছিল।

গ। বাংলা হরফের প্রথম ঢালাইখানা

বাংলাভাষার প্রথম বইগুলি রোমান হরফে বিদেশে মুদ্রিত হতো। প্রথম প্রথম বাংলা হরফগুলোও বিদেশেই তৈরী হতো। হষ্টেনের মতে ১৬৯২ সালে জেসুইট পাদ্রী Jean de Fontenoy, Guy Tachard, Etienne Noel এবং Claude Beze প্রণীত Observations Physiques et Mathematiques pour servir à l' histoire naturelle, et la perfection de l' Astronomie et la Geographie শীর্ষক পুস্তকে সর্বপ্রথম

১। ১৮৩৫ সালে স্যার চার্লস মেটকাফ অল্পসময়ের জন্য গভর্ণর জেনারেল থাকাকালীন মুদ্রাযন্ত্রের 'স্বাধীনতা' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলা বর্ণমালা মুদ্রিত হয়।[১] জর্জ জেকব কের (Georg Jacob Kehr) কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় লিখিত Aurenk Szeb নামে ১৭২৫ সালে লাইপজিগে মুদ্রিত অপর একটি বইয়ে অনুরূপভাবে বাংলা বর্ণমালা ব্যবহারের কথা জানা যায়। এই বইয়ে ১ থেকে ১১ পর্যন্ত বাংলা সংখ্যা, বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ এবং Sergeant Wolfgang Meyer এই জার্মান নামটি বাংলায় অক্ষরান্তরিত হয়ে "শ্রী সরজন্ত বলপকাং মাএর" রূপে মুদ্রিত হয়। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে লাইপজিগে মুদ্রিত জোহান ফ্রাইডরিখ ফ্রিটজের (Johann Friedrich Fritz) এর Orientalischer und Occidentalischer Sprachmeister বইটিতেও পূর্বে উল্লেখিত বইগুলোর অনুকরণে বাংলা সংখ্যা ও বর্ণমালার প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। জোয়ানেস জশুয়া কেটেলেয়ার (Joannes Joshua Ketelaer) প্রণীত Miscellanea Orientali নামক হিন্দী ভাষার ব্যাকরণেও বাংলা বর্ণমালা মুদ্রণের কথা জানা যায়। শেষোক্ত বইটি ওলন্দাজ লেখক ডেভিড মিলের (David Mill) ল্যাটিন ভাষায় রচিত Dissertationes Selectae পুস্তকটির সাথে একত্র করে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে লাইডেনে একখণ্ডে মুদ্রিত হয়। উক্ত বইয়ের Alphabetum Brahmanicum iii B শীর্ষক প্রতিলিপিতে বাংলা বর্ণমালার স্বর ও ব্যঞ্জন এই উভয় প্রকারের প্রায় সমস্ত বর্ণই ছাপা হয়েছে।[২] এ সমস্ত বাংলা হরফগুলো কখন এবং কোথায় যে ঢালাই হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না এবং এগুলোর নির্মাতার পরিচয়ও আমাদের নিকট অজ্ঞাত। বলা বাহুল্য ঐ টাইপগুলো সুন্দর হস্তাক্ষরের নমুনা অনুসারে নির্মিত হয় নি।

এর কিছুকাল পরে বিলাতে বাংলা হরফ তৈরীর জন্য ছেনিকাটা ও ঢালাইএর প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। খ্যাতনামা ইংরাজ অক্ষরনির্মাতাদের প্রশংসনীয় কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি, তবু তাদের দু'একজন সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করতে চেষ্টা করবো।

১। H. Hosten, পৃঃ ৪০

২। সুনীতি কুমার চাটার্জী এবং প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত ম্যানুয়েল দা আসুম্পসাওঁয়ের বাংলা ব্যাকরণ ... কলিকাতা, ১৯৩১, প্রবেশিকা পৃঃ ৩ দ্রষ্টব্য।

মিল তার উপরোক্ত ল্যাটিন বইতে কিছুটা ভুলবশতঃই বলেন যে বাংলা বর্ণমালা ভারতের সর্বত্র বিশেষতঃ বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যায় ব্যবহৃত হতো।

সামান্য শিক্ষানবীশের পদ থেকে বিখ্যাত হরফনির্মাতা জোসেফ জ্যাকসনের নাটকীয় অভ্যুদয়ের কাহিনী সত্যিই আশ্চর্যজনক। লণ্ডনস্থ ক্যাসলনের ঢালাই খানায় জ্যাকসন সামান্য ঘর্ষকের চাকুরী করতেন। এখানকার কর্তৃপক্ষের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি গোপনে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ছেনিকাটার পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। তারপর কালে তিনি কিরূপে বিলাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হরফ নির্মাতার আসনটি দখল করেন তা আমাদের আলোচ্যবস্তুর বাইরে। তবে বিভিন্ন প্রাচ্যভাষার হরফনির্মাণে জ্যাকসনের প্রচেষ্টার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ১৭৭৩ সালে তাঁর কারখানায় প্রাপ্ত বিভিন্ন ভাষার টাইপের এক তালিকায় হিব্রু (ডবল পাইকা), ফারসী (ইংলিশ) ও বাংলার নাম দেখা যায়। তালিকাটিতে বাংলাকে "Modern Sanskrit" বলা হয়েছে। Modern Sanskrit এর ব্যাখ্যা দিতে তালিকায় বলা হয়েছে "a corruption of the character of the Hindoos, the ancient inhabitants of Bengal।" রো মোরেস (Rowe Mores) এর মতে জ্যাকসন উইলেম বোল্টস্ নামক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্মচারীর কাছে থেকে বাংলা হরফ নির্মাণের নির্দেশ পান। মিঃ বোল্টস্ কলিকাতা মেয়র কোর্টের একজন অল্ডার-ম্যান বা বিচারপতি ছিলেন। রীডের মতে কোম্পানীর নির্দেশেই তিনি একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা আরম্ভ করেন; কিন্তু ১৭৭৪ সালে আকস্মিক ভাবে তাঁর ইংলণ্ড ত্যাগ করে চলে যাওয়ার ফলে জ্যাকসনের অর্ধ সমাপ্ত বাংলা 'ফাউণ্ট' তৈরীর কাজ বেশীদূর এগোতে পারে নি।

কোম্পানী বোল্টস্‌কে যে ঐ বাংলা ব্যাকরণখানা প্রণয়নের আদেশ দিয়েছিলেন একথা রীড তাঁর বইয়ে উল্লেখ করে বলেছেন যে এই বই রচনার মূলে কোম্পানীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজ সিভিলিয়ানদের কাছে বিভিন্ন প্রাচ্যভাষা—বিশেষ করে ভারতীয় ভাষাগুলি—সহজগম্য করে তোলা এবং দেশীয় শিক্ষার মাধ্যমেই যুবক সিভিলিয়ানদের বিভিন্ন সরকারী পদের যোগ্য করে তোলা।[১]

সুচতুর বোল্টস্ নিজেকে একজন প্রাচ্যভাষা বিশারদ হিসেবে তুলে ধরতে হয়তো সফল হয়েছিলেন। প্রাচ্যভাষার পাণ্ডিত্য অর্জনের তাঁর এই দাবী যে

১। Reed, ৩১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কতটুকু যুক্তিযুক্ত বর্তমানে তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তদুপরি উপরে উল্লেখিত ব্যাকরণটির রচনার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কেননা ১৭৬৬ সালে থেকে ১৭৬৮ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশ তিক্ত ছিল এবং এরই জের টানতে গিয়ে ১৭৭৪ সালে কোম্পানী এদেশ থেকে তাঁকে বলপূর্বক বহিষ্কৃত করেন। বিষয়টি বিবেচনা করলে কোম্পানী যে তাঁকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়েছিল তা বিশ্বাস করা কঠিন। সে যা'হোক বোল্টস্ যে ব্যাকরণখানি রচনার কাজে আদৌ সফলতা লাভ করতে পারেন নি তা নিশ্চিত। এর কারণ হিসাবে বোল্টসের বাংলা জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে উইলকিন্সের বক্রোক্তি বাদ দিলেও একথা অনস্বীকার্য যে বাংলা টাইপ নির্মাণের বহুবিধ সমস্যাই তাঁর এই শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। রীড তাঁর সংগৃহীত তথ্যাবলীর উপর নির্ভর করে বলেন যে বাংলা হরফের জটিল ধাঁচের নমুনা তৈরী করার মত যোগ্যতা বোল্টসের আদৌ ছিল না। বোল্টস্ বাংলা অক্ষরের যে নকশাগুলো জ্যাকসনকে ছেনিকাটার আদর্শ হিসাবে দিয়েছিলেন সেগুলি অনুপযুক্ত ও অসন্তোষজনক হওয়ায় এ হরফগুলির প্রস্তুতের কাজ কিছুকাল পর্যন্ত স্থগিত থাকে। অবশ্য চার্লস উইলকিন্স কয়েক বৎসরের মধ্যে নিপুণভাবে বাংলা হরফ তৈরী করে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন।[১]

বোল্টস্ এবং জ্যাকসনের হরফনির্মাণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা সম্পর্কিত হলহেডের বিবরণটি খুব তথ্যবহুল। তিনি বলেন "Mr. Bolts ... attempted to fabricate a set of types for it with the assistance of the ablest artists in London. But as he has egregiously failed in executing even the easiest part, or primary alphabet, of which he has published a specimen, there is no reason to suppose that this project when completed would have advanced beyond the usual state of imperfection to which new inventions are constantly exposed".[২]

১। Reed, পৃঃ ৩১৩

২। হলহেড A Grammar of the Bengal Language, Introduction pp. XII—XXIV.

বিশেষজ্ঞদের মতে বোল্টসের এই ব্যর্থতার দোষ জ্যাকসনের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করলে ভুল করা হবে। কেননা জ্যাকসন বোল্টসের দেওয়া হরফের নমুনার হুবহু অনুকরণ করতে পেরেছিলেন। নিকৃষ্ট অক্ষরের নমুনা বা মডেলের জন্য সম্ভবতঃ বোল্টস্ স্বয়ং অথবা তাঁর নিযুক্ত শিল্পীদের অযোগ্যতাই দায়ী। মনে হয় তাঁর নিযুক্ত শিল্পীরা জ্যাকসনকে বাংলা অক্ষরের যথাযথ নমুনা সরবরাহ করতে সক্ষম হয় নি। এর প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে কিছুকাল পরে Captain Kirkpatrick এর তত্ত্বাবধানে উন্নত ধরণের এক ফাউণ্ট দেবনাগরী অক্ষর তৈরী করে জ্যাকসন এই জাতীয় কাজে তাঁর নৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রমাণ দেন। Kirkpatrick তাঁর Grammar and Dictionary of the Hindvi Language গ্রন্থটির জন্য ঐ হরফগুলো প্রস্তুত করান।[১]

হলহেড অনূদিত A Code of Gentoo Laws নামক বইটি বাংলা এবং দেবনাগরী অক্ষরের মুদ্রিত চিত্রসহ ১৭৭৬ সালে ছাপা হয়।[২] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে এর দুই বৎসর পরে হলহেডের বিখ্যাত A Grammar of the Bengal Language বাংলা হরফ নির্মাণের অগ্রদূত উইলকিন্সের তৈরী টাইপের সাহায্যে মুদ্রিত হয়।

১৭২৫ থেকে ১৭৭৬ সালের মধ্যে মুদ্রিত A Code of Gentoo Laws সহ জর্জ জেকব কের ও ডেভিড মিলের বইগুলোতে বাংলা হরফের বিভিন্ন নমুনার কোনটিই সার্থক হয়নি। কারণ এ নমুনাগুলি ছিল মুন্সীদের ত্রুটিবহুল বঙ্কিম হস্তাক্ষরের অবিকল প্রতিকৃতি। অবশ্য অক্ষরনির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে সবদেশের সব ভাষার জন্য এ কথা সমান ভাবে প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে Polk বলেন "They (the early printers) even assiduously attempted to counterfeit the workmanship of the scribes ...in order that their handiwork might actually appear as manuscript"[৩].

১। Reed পৃঃ ৩১৪

২। সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যের প্রথমযুগ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৫ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ; পৃঃ ৫৯।

৩। Ralph W. Polk, the Practice of Printing, Peoria, 1937. p. 7.

লাইপজিগ্, লেডেন ও লণ্ডনে নির্মিত বাংলা টাইপগুলোর মান উন্নত না হওয়ার প্রধান কারণ হলো ইউরোপীয় হরফনির্মাতাদের অপটু মুন্সীদের হস্তাক্ষরের উপর নির্ভরশীলতা।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বাংলা মুদ্রিত বইয়ের ইতিহাসে ১৭৪৩ সালের মতো বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে ১৭৭৮ সাল বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারী নাথানিয়েল ব্রাসী হলহেড (১৭৫১-১৮৩০) প্রণীত A Grammar of the Bengal Language বইটির প্রকাশ বাংলা মুদ্রণ এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সূচনা করে। এই ঐতিহাসিক বইটি কলিকাতার অদূরে হুগলীতে মিঃ এনড্রুজের (Andrews) ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়। এই প্রেসটি বৃটিশ-ভারতে হিকীর বেঙ্গল গেজেট প্রেসের দুই বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাপাখানাটি সম্পর্কে এর বেশী কোন তথ্য জানা যায় নি। বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে হলহেডের অপরিসীম দান ও তাঁর ব্যাকরণটি সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এখানে আমরা বাংলা অক্ষর তৈরীর ক্ষেত্রে বাংলার ক্যাক্সটন নামে সুপরিচিত বাংলা ছাপার হরফের জন্মদাতা চার্লস উইলকিন্সের বিরামহীন অক্লান্ত পরিশ্রম এবং তাঁর সাফল্যের কথাই আলোচনা করবো।

বাংলা মুদ্রণশিল্পের ক্ষেত্রে চার্লস্ উইলকিন্সের বহুমুখী অবদানের কথা পর্যালোচনার পূর্বে এই বিশেষ বিদ্যায় কিরূপে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ হয় সে সম্পর্কে কিছু বলা একান্ত দরকার। উইলকিন্স যখন ২১ বৎসরের যুবক তখন তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য রাইটার হিসাবে বাংলাদেশে আসেন।[১] ভারতে নিযুক্ত অন্যান্য সিভিলিয়ানদের মতো তিনিও প্রগাঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে

১। উইলকিন্সের সংক্ষিপ্ত জীবনীর জন্য Dictionary of National Biography Vol. XXI ২৫৯-২৬০ পৃষ্ঠা দেখুন। তাঁর জন্মের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন যে তাঁর জন্ম হয় ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু কেউ কেউ ১৭৫১ সালের কথাও উল্লেখ করেন। হুগলীর প্রেসটিকে Dictionary of National Biographyতে ভুলবশতঃ উইলকিন্সের এবং হলহেডের জীবনীতে হলহেডের বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংস্কৃত এবং ফারসী ভাষা শিখতে থাকেন। স্বচ্ছদৃষ্টি, বাস্তব মানস ও একজোড়া কর্মকুশল হাতের অধিকারী উইলকিন্স শুধুমাত্র নিজেই প্রাচ্যভাষা রফ্‌ত্‌ করে সন্তুষ্ট রইলেন না, উপরন্তু তাঁর সহকর্মীরা যাতে সহজে এদেশী ভাষা শিখতে পারেন সেদিকেও মনোযোগ দিলেন। তিনি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ কাটার পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা চালান। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত নববিজিত বাংলাদেশের শাসনকর্তা ছিলেন ওয়ারেন হেষ্টিংস। শাসক হিসাবে তাঁর জীবন যতই বৈচিত্র্যপূর্ণ হোক না কেন, ব্যক্তিগত জীবনে নিঃসন্দেহে তিনি একজন গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয়বিধ শিক্ষা ব্যবস্থার তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। হিন্দু আইন সম্পর্কিত হলহেডের A Code of Gentoo Laws বইটির রচনার মূলে হেষ্টিংসের উৎসাহ যথেষ্ট প্রেরণা জুগিয়েছে। হেষ্টিংসের অনুপ্রেরণা ও সক্রিয় সহযোগিতায় কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীদের বাংলাভাষা শেখার সুবিধার্থে হলহেড ১৭৭৮ সালে A Grammar of the Bengal Language পুস্তকটি রচনা করেন।

বাংলাভাষার এই প্রথম ব্যাকরণটির রচনার পর হলহেড এটি ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় বাংলা অক্ষরের কোন 'ফাউণ্ট' খুঁজে পেলেন না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে জ্যাকসন বোল্ট্‌সের জন্য কিছু পরিমাণ বাংলা অক্ষরের ছাঁচ (matrices) কাটতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু বোল্ট্‌সের অতর্কিত লণ্ডন ত্যাগের ফলে ছাঁচ কাটার কাজটি পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে জ্যাকসনের তৈরী বাংলা হরফের ঐ 'ফাউণ্ট্‌'টি অসম্পূর্ণ ও অসন্তোষজনক ছিল। এই থেকেই প্রমাণ করা যায় যে যদিও বোল্ট্‌স্‌ নিজেকে বাংলা ব্যাকরণ লেখার মত জটিল কাজের উপযুক্ত বলে প্রচার করেছিলেন তবু তাঁর বাংলা জ্ঞান ও ও বাংলা ব্যাকরণ রচনার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়ে গেছে। এমন কি বাংলা হরফের নমুনা প্রস্তুতের জন্য বোল্ট্‌স্‌ যে লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সাহায্য নিয়েছিলেন তা'ও সন্দেহমুক্ত নয়। এ সম্পর্কে হলহেডের বিবরণ অতীব তথ্যবহুল। তিনি বলেন, "That the Bengal letter is very difficult to be imitated in steel will be readily allowed to every person who shall examine the intricacies of the strokes, the unequal length and size of the characters, and the variety of their positions and combinations. It was no

easy task to procure a writer accurate enough to prepare an alphabet of a similar and proportionate body throughout, with that symmetrical exactness which is necessary to the regularity and neatness of a fount. Mr. Bolts (who is supposed to be well versed in this language) attempted to fabricate a set of types for it with the assistance of the ablest artists of London But, as he has egregiously failed in executing even the easiest part, or primary alphabet, there is no reason to suppose that his project when completed would have advanced beyond the usual state of the imperfection to which new inventions are constantly experd.",

বোল্টস্ প্রদত্ত বাংলা অক্ষরের নমুনার জ্যাকসনের সার্থক অনুকরণের কথা বিবেচনা করলে একথা আরো স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে বাংলা ভাষার পণ্ডিত বা লেখক হিসাবে বোল্টসের দাবী আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরুপায় হলহেড অবশেষে বিদ্যোৎসাহী শাসক ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং বাংলা অক্ষরনির্মাতা রূপে চার্লস উইলকিন্সের নাম প্রস্তাব করেন কেননা ইতিমধ্যে উইলকিন্স বাংলা হরফনির্মাণে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। উইলকিন্স ঐ সময় কোম্পানীর হুগলীস্থ কুঠিতে হলহেডের সহকর্মী রূপে কাজ করছিলেন। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হিসাবে উইলকিন্সের সুখ্যাতি এবং বাংলা হরফনির্মাণে তাঁর সার্থক প্রচেষ্টার কথা গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংসের অজানা ছিল না। ফলে "The advice and even solicitation of the Governor-General prevailed upon Mr. Wilkins, a gentleman who has been some years in the India Company's Civil Service in Bengal, to undertake a set of Bengal types. He did and his success has exceeded every satisfaction. In a country so remote from all connection with European artists, he has been obliged to charge himself with all the various occupations of the Metallurgist,

১। Halhed, op. cit., Introduction, pp. xxii-xxiv.

the Engraver, the Founder and the Printer. To the merit of invention he was compelled to add the application of personal labour; with a rapidity unknown in Europe, he surmounted all the obstacles which necessarily clog the first rudiments of a difficult art, as well as the disadvantages of a solitary experiment; and has thus singly, on the first effort, exhibited his work in a state of perfection which in every part of the world has appeared to require the improvements of different projectors and the gradual polish af successive ages."[১]

নিয়মিত অভ্যাস ও পৌনঃপুনিক পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার ফলেই যে উইলকিন্সের দক্ষতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে একথা তাঁর অক্ষরগুলির সাথে প্রায় সমসাময়িক A Code of Gentoo Lawsএ মুদ্রিত হরফগুলির তুলনা করলে সহজেই বোঝা যায়। উক্ত বইটি ছাপার জন্য সম্ভবতঃ জ্যাকসনের অসমাপ্ত ফাউণ্টের টাইপগুলিই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ওগুলির তুলনায় দুই বৎসর পরে কাটা উইলকিন্সের অক্ষরগুলি সত্যিই খুব সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ছিল।

বাংলা হরফের প্রথম সম্পূর্ণ সাটের (complete fount) অক্ষরগুলির কে ছেনি কাটেন ও ঢালাই করেন এ বিষয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে। এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ "বাংলার ক্যাক্সটন" উইলকিন্সের আবার কেউ কেউ তাঁর শিষ্য "বাঙালী ক্যাক্সটন" পঞ্চানন কর্মকারের নাম উল্লেখ করেন। নাম থেকেই বোঝা যায় যে পঞ্চানন জাতিতে কর্মকার ছিলেন। উইলকিন্সের সাগরেদী গ্রহণ করার পরে তিনি বাংলার প্রথম বাঙালী অক্ষরনির্মাতা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। প্রসঙ্গতঃ একটা কথা মনে রাখা উচিত যে রোমান বর্ণমালায় ছাব্বিশটি অক্ষরের স্থলে সাধারণ ভারতীয় ভাষায় স্বরচিহ্ন এবং সংযোজন চিহ্ন সহ প্রায় ছয়শত অক্ষর রয়েছে।[২] সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে বাংলা হরফের পূর্ণ সাট নির্মাণে অপেক্ষাকৃত বেশী সময়, পরিশ্রম ও নৈপুণ্যের দরকার হয়।

১। Ibid.

২। বিশ্বকোষে এই বিতর্কমূলক প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয়েছে। এই বইটির পঞ্চদশ খণ্ডে, ১৯৮ পৃষ্ঠায় 'মুদ্রাযন্ত্র' নামক নিবন্ধে প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা সাটের কৃতিত্ব পঞ্চাননের উপর আরোপ করা হয়।

Resto,	Baqui.
Respeito, i, por este respeito.	Ei caron; Ei orth.
Restituir,	Phiria dite.
Restituiçaõ,	Phiria deon.
Resuscitar,	Zia utthité.
Resurreiçaõ dos mortos,	Zia utthon.
Retalho,	Qhan, Baqui.
Retardar,	Bilombo, Dirongó corité.
Reter o alheyo,	Porer mal raqhité, Gopto.
Ratificar,	Dhoraité; Phiria cohité.
Retiro,	Ontor, Ghuchon.
Retirar-se,	Ontorité; Pharag hoité.
Retumbar,	Xobdo dite.
Retorno,	Phiria aixon.
Retroceder,	Paçhuaité Phirité.
Retrete,	Balqhana; Chup qhana.
Retorta couza,	Beca; Becaniá bosto.
Retrox,	Pacania rexom.
Revelar,	Gopto zanaité; Becto corité.
Revelaçaõ,	Gopter zanan.

Rever, i, tornar aver,	Phiria deqhite.
Reverencia,	Bhorom.
Rever, i, irse olicor.	C,huaité.
Rever-se no espelho,	Arxité deqhité.
Reverenciar, i, ter respeito.	Xèba corité.
Reverenciar,	Xeba corité; Bhocti corité.
Reverdecer,	Taza hoité.
Revezada couza,	Phira, Ghura.
Revez	Ulita.
Revolta, i, bulha,	Zhogora, Bibad.
Revoltozo.	Zhogoraniá: Bibadhi.
Revolver,	Ulott, pulott corité
Rezaõ, i, cauza,	Caron.
Rezam, i, justiça.	Uchit.
Reza,	Zopon.
Rezar,	Zopité, Zopon corité.
Rezina,	Dhup.
Resoluçaõ,	Nistuc, Nirupon.
Resolver-se,	Corar corité.
Resoluto,	Xaoxi, Mordaná.
Resumido,	Olpo.
Riba, i, arriba,	Upor.
Ribançeira, i, borda do rio.	Par, Quinar, Cul.
Ribeiro,	Nala, Cala.

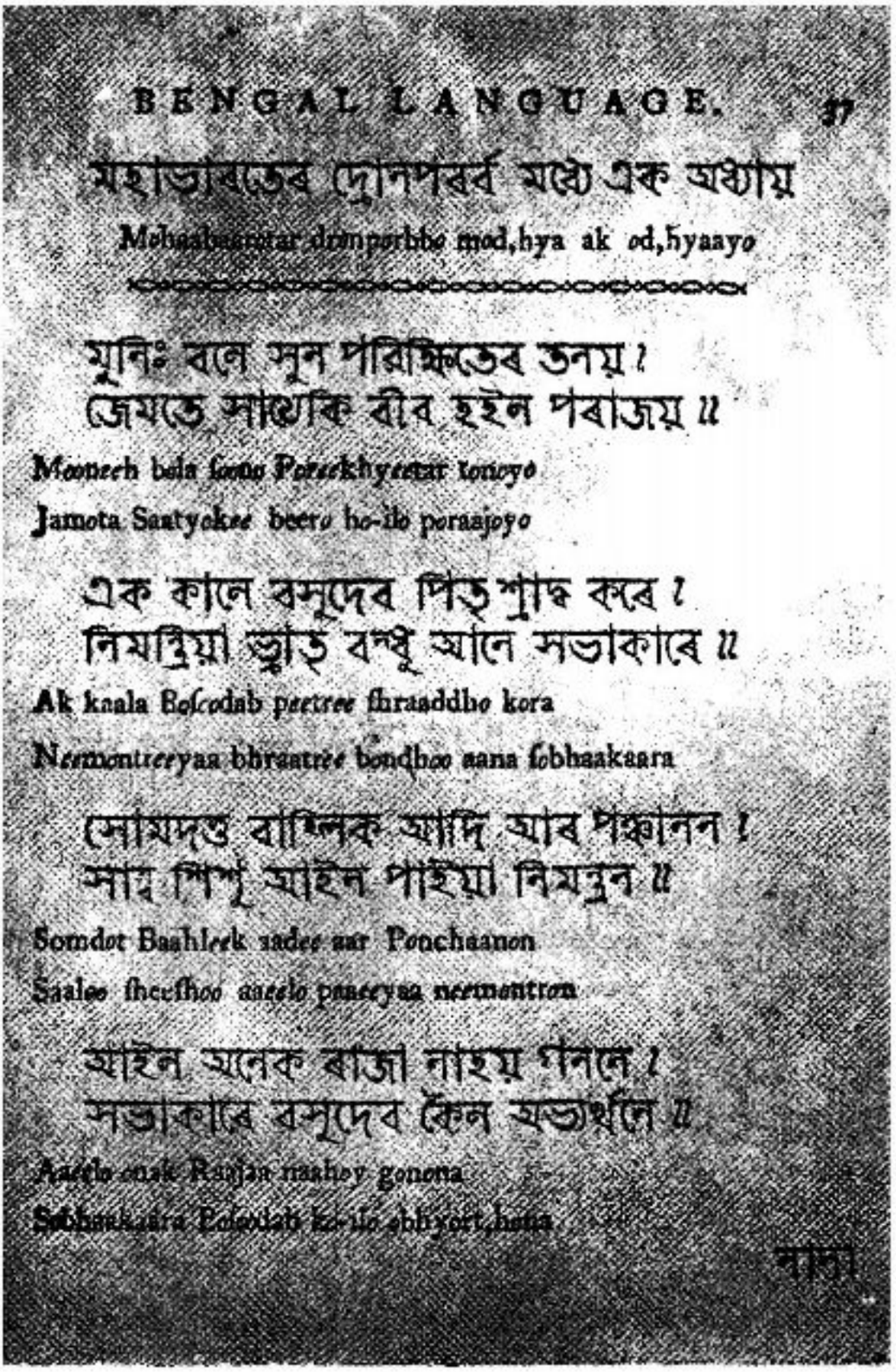

BENGAL LANGUAGE. 37

মহাভারতের দ্রোণপর্ব্ব মধ্যে এক অধ্যায়

Mohaabhaarotar dronporbbo mod,hya ak od,hyaayo

মুনিঃ বলে সুন পরিক্ষিতের তনয় ।
জেমতে সাত্যকি বীর হইল পরাজয় ॥

Mooneeh bola ſoono Poreekhyeetar tonoyo
Jamota Saatyokee beero ho-ilo poraajoyo

এক কালে বসুদেব পিতৃ শ্রাদ্ধ করে ।
নিমন্ত্রিয়া ভ্রাতৃ বন্ধু আনে সভাকারে ॥

Ak kaala Boſoodab peetree ſhraaddho kora
Neemontreeyaa bhraatree bondhoo aana ſobhaakaara

সোমদত্ত বাহ্লিক আদি আর পঞ্চানন ।
সালু শিশু আইল পাইয়া নিমন্ত্রণ ॥

Somdot Baahleek aadee aar Ponchaanon
Saaloo ſheeſhoo aaeelo paaeeyaa neemontron

আইল অনেক রাজা নাহয় গননে ।
সভাকারে বসুদেব কৈল অভ্যর্থনে ॥

Aaeelo onak Raajaa naahoy gonona
Sobhaakaara Boſoodab koilo obhyort,hona

নানা

হলহেড প্রণীত এবং উইলকিন্সের কাটা হরফে মুদ্রিত A Grammar of Bengal Language এর একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি।

তা ছাড়া ঐ কাজ যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। এ সম্পর্কে নরম্যান এলিস বলেন, "In hand typesetting a double case of roman characters can do the job for book-work, but up to seven cases of a similar size are needed for an Indian script. It is not unusual for an Indian press to have a fount of book type (of one size only) that extend to 2,000 pounds weight; at a comparative estimate of Rs. 3 per pound of type the cost of maintaining a composing room for book-work can be immense."[১]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বিবেচনা করা যেতে পারে যে ঐ ব্যাকরণটি ছাপার জন্য উইলকিন্সকে সম্পূর্ণ এক সাট অক্ষর তৈরী করতে হয়েছিল কি না? প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে A Grammar of the Bengal Language শীর্ষক হলহেড সংকলিত ব্যাকরণখানা প্রাচীন বাংলার প্রসিদ্ধ বইগুলো থেকে নেওয়া যথেষ্ট সংখ্যক উদ্ধৃতিসহ একটি সম্পূর্ণ বই। সুতরাং এর মুদ্রণের জন্য সম্পূর্ণ এক সাট অক্ষরের প্রয়োজন হয়েছিল এরকম সিদ্ধান্ত করাই স্বাভাবিক। তা'ছাড়া উইলকিন্স ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত প্রথমে হুগলী প্রেসে ও পরে অনারেবল কোম্পানীর কলিকাতার প্রেসের টাইপ নির্মাণের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কোম্পানীর কলিকাতাস্থ প্রেসটির বাংলা বই ছাপার মতো সংগতি ছিল এবং সত্যি সত্যি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জোনাথান ডানকান অনূদিত Regulations for the Administration of Justice in the Courts of Dewannee Adaulat এবং ১৭৯১ সালে এন, বি, এডমনষ্টোনের Bengal Translation of Regulations for the Administration of Justice in the Foujdarry or Criminal Courts বই দুইটি ছাপে। সুতরাং বিশ্বকোষ অনুসারে পঞ্চাননকে 'প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা অক্ষরের সাটের জনক' বলা ভুল এবং অন্যায়।

উইলকিন্সের তৈরী প্রথম বাংলা অক্ষরগুলি সম্পর্কে অপর একটি বিতর্ক-মূলক বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা ও বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। কয়েকজন

১। Norman A. Ellis, "Indian Typography" in the Carey Exhibition of Early Printing and Fine Printing, ১০-১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিশিষ্ট বাঙালী-পণ্ডিতের সযত্ন ও অক্লান্ত চেষ্টায় সংকলিত বিশ্বকোষের বহুস্থানে একথা উল্লেখিত আছে যে উইলকিন্সের প্রথম বাংলা অক্ষরগুলি ধাতুর পরিবর্তে কাঠে তৈরী হয়। আলোচ্য বিশ্বকোষের 'মুদ্রাযন্ত্র' সম্বন্ধে লেখা একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে "১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী শহরের মুদ্রাযন্ত্রে সর্বপ্রথমে একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। ইহাই বাঙ্গালা পুস্তকের সর্ব্বপ্রথম প্রচার। নাথনিএল ব্রসি হালহেড (Nathaniel Brassey Halhed) বহু পরিশ্রমে এ' বাংলা ব্যাকরণ সঙ্কলন এবং বঙ্গীয় সেনাদলের অধ্যক্ষ সুযোগ্য ও সুপরিচিত সংস্কৃতাধ্যাপক (লেফটেনাণ্ট সি উইলকিন্স পরে সার চার্লস উইলকিন্স) স্বহস্তে উহার অক্ষর প্রস্তুত করেন। মহামতি উইলকিন্স তৎপরে এই অক্ষর খোদাই বিদ্যা (type-cutting) পঞ্চানন নামক জনৈক কর্ম্মকারকে শিক্ষা দেনে। এই ব্যক্তি ভাগীরথী তীরবর্তী শ্রীরামপুর নগরস্থ ব্যপ্টিষ্ট সম্প্রদায়কে এক সাট বাংলা হরফ (First fount of Bengali types) প্রস্তুত করিয়া দেন। পঞ্চানন কর্ম্মকার স্বকৃত প্রত্যেক অক্ষরের ১।০ সিকা দাম লইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই অক্ষরগুলি কাঠে খোদাই হইয়াছিল।"[১]

বিশ্বকোষে অনুরূপ মন্তব্য একাধিকবার করা হয়েছে। অন্য একস্থানে বলা হয়েছে যে শ্রীরামপুরস্থ পাদ্রীদের উদ্যোগে তাঁদের নিজস্ব প্রেসে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এবং 'সমাচার দর্পণের' জন্য গাছের ছালে অক্ষর খোদাইয়ের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা চলে।[২] যা'হোক এ'ধরণের প্রচেষ্টা হয়ে থাকলেও তা ছিল সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষামূলক। সম্ভবতঃ পত্রিকার 'হেডলাইনের' বড় অক্ষর কিংবা ধাতুনির্মিত ছেনিকাটা অক্ষরের নমুনা তৈরীর জন্যই এ ধরনের প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। এর কিছুকাল পরেই বিশ্বকোষের একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে "১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়, তাহাতে বাঙ্গালা অক্ষর ছিলনা। এই যন্ত্রে আবশ্যকমত কাষ্ঠের খোদাই করিয়া বাঙ্গালা অক্ষর মুদ্রিত করা হইত।....."[৩]

১। বিশ্বকোষ, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃঃ ১৯৮; অষ্টাদশ খণ্ড, পৃঃ ১৯৬।

২। প্রথম বাংলা সপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পন' শ্রীরামপুর হ'তে ২৩ মে ১৮১৮ সালে প্রাকাশিত হয়। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া শ্রীরামপুর থেকে ১৮১৭ সালে প্রকাশিত হয় পত্রিকাটি প্রথমে ত্রৈমাসিক ছিল, পরবর্তীকালে এটা মাসিকে পরিণত হয়।

৩। এটি হিকির বেঙ্গল গেজেট প্রেস।

বাংলাভাষায় লিখিত এই বিশ্বকোষটির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বার বার উল্লেখের ফলে এ ধরনের মন্তব্যকে অনেকে বিনা প্রশ্নে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন।

যা'হোক উইলকিন্স থেকে আরম্ভ করে বাংলার বিভিন্ন টাইপনির্মাতাদের কার্যাবলীর যে বিবরণ আমরা দিয়েছি তা কাঠের অক্ষর ব্যবহারের মতো বিভ্রান্তিকর উক্তির অসারত্বের ইঙ্গিতই বহন করে। বিশেষজ্ঞদের মতে "এ জাতীয় হরফে (কাঠের টাইপে) বই ছাপার প্রশ্নটি গ্রহণযোগ্য নহে।" তাঁরা আরো বলেন যে কাঠের টাইপে একটানা বই ছাপাও অসম্ভব। কারণ ছাপার সময় ফ্রেম বা chase এ আবদ্ধ দীর্ঘকাল ব্যবহৃত অক্ষরগুলিতে কালি দেবার ফলে ও অনবরত চাপে দুমড়ে যেতো এবং কাজের অযোগ্য হয়ে পড়তো।

Fournier[১] এর মতো বিখ্যাত মুদ্রাক্ষরবিদ কাঠের টাইপে মুদ্রণের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেন নি। প্রাথমিক মুদ্রিত বইয়ের হরফের ধাঁচের বিভিন্নতা ও অসমতার জন্য তিনি মনে করেন যে প্রথমাবস্থায় অক্ষরগুলিকে ধাতুনির্মিত ছাঁচে (Matrice) ঢালাই করা হয় নি। অনুরূপভাবে এই জাতীয় মতবাদে বিশ্বাসী পণ্ডিতবর্গ প্রথম মুদ্রাক্ষরের মধ্যে আকৃতির মিলের অভাব লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে হলহেডের ব্যাকরণ থেকে আরম্ভ করে বাংলা মুদ্রণের প্রথমযুগে মুদ্রিত সমস্ত বইয়েই কাঠের হরফ ব্যবহৃত হতো। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে তা হওয়া অসম্ভব নয়। কেননা পূর্বোল্লিখিত তামিল-পর্তুগীজ অভিধানের জন্য ইগনাসিয়াস আইচামণির কাঠের হরফ নির্মাণের কথা আমরা জানতে পেরেছি। সম্ভবতঃ এই জাতীয় একক দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করেই এরা বাংলা মুদ্রণের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে সেই একই বিবর্তনের কথা কল্পনা করেন।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলা দেশেও অক্ষর ঢালাইয়ের জন্য গোড়ার দিকে সমান আকারের কাটা ছাঁচ ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু তথাকথিত কাঠের অক্ষরগুলির মুদ্রিত প্রতিরূপ বিশেষভাবে পরীক্ষা করলে এগুলি যে ধাতুর তৈরী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই স্বাভাবিক। রীডের কথায় "It is impossible, we think, to resist the conclusion that all the earlier works of typography were the impression of cast metal types; but that the methods of

---

১। প্রসিদ্ধ ফরাসী খোদক ও হরফ নির্মাতা। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন।

casting employed were not always those of matured letter founding seems to us not only probable, but evident from a study of the works themselves."

একথা ভুললে চলবে না যে, অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশের মুদ্রণের গোড়া পত্তন। তার বহু পূর্বেই ইউরোপে কাঠের টাইপের ব্যবহার উঠে গেছে। জার্মানী, পর্তুগাল, ইংলণ্ড প্রভৃতি থেকেই গোয়া, আম্বালাকাদ্দু, ত্রাংকেবার ও মাদ্রাজের খৃষ্টান মিশনারীদের মাধ্যমে মুদ্রণশিল্প বাংলাদেশে প্রসার লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছাপার জন্য বাংলায় যে সমস্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হতো তা প্রধানতঃ বিলাত ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ থেকে আমদানী করা হতো। সুতরাং এ সিদ্ধান্তে পৌছা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে ঐ সমস্ত আমদানীকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে ব্যবহারের অপ্রচলিত অনুপযুক্ত পুরানো আমলের কাঠের টাইপ ছিল না। কাঠের অক্ষর সম্পর্কিত ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের বিবরণটি আমরা পূর্বেই পেশ করেছি। এছাড়া তামিল পুস্তক মুদ্রণের প্রচেষ্টায় আইচামনি কর্তৃক কাঠের হরফ নির্মাণের একটি মাত্র দৃষ্টান্তই আমাদের জানা আছে। কিন্তু কাঠের তৈরী হরফ প্রয়োজনীয়তা মিটাতে ব্যর্থ হয়, তখন আমষ্টার্ডাম, হলে, সিংহল, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ধাতুর অক্ষর প্রস্তুত করা হয় ও তা দিয়ে আমাদের উল্লেখিত তামিল বইগুলো ছাপা হয়।

এ সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণ ছাড়া এ ব্যাপারে হলহেডের নিজস্ব উক্তি চূড়ান্ত বলে গৃহীত হতে পারে। হলহেড তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় বলেন, "The Bengal letter is very difficult to be imitated in steel"... .... অন্য এক জায়গায় আবার বলেছেন, "In a country so remote from all connections, he (Charles Wilkins) has been obliged to charge himself with all the various occupations of the Metallurgist, the Founder and the Printer.[১]

উপরে প্রদর্শিত যুক্তি ও প্রমাণের সারবত্তা যদি কাঠের অক্ষরের সমর্থক পণ্ডিত মণ্ডলীর কাছে সন্তোষজনক না হয়ে থাকে তবে এ সম্পর্কে উইলকিন্সের নিজের উক্তিও বিশেষভাবে বিবেচনা করার জন্য তাঁদের অনুরোধ জানাই। ১৭৮৬ সালে শারীরিক অসুস্থতা হেতু উইলকিন্স দেশে ফিরে যান। সেখানে

১। হলহেডের ব্যাকরণ, Introduction pp. XXII—XXIV.

অবসরকালে তিনি A Grammar of the Sanskrita Language নামক তাঁর বিখ্যাত ব্যাকরণটি সঙ্কলন করেন। বইটি লণ্ডনস্থ W. Bulmer & Co. কর্তৃক মুদ্রিত হয়। উইলকিন্স বইটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরদের নামে উৎসর্গ করেন। কোম্পানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হেইলিবারী কলেজে অধ্যয়নরত স্বদেশী যুবক সিভিলিয়ানগণ যাতে বিভিন্ন প্রাচ্যভাষা অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারে এই মহৎ ও প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে তিনি বইটি রচনা করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই বইটি ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় অক্ষরের ছেনিকাটা ও ঢালাই করা সুপ্রসিদ্ধ অক্ষরনির্মাতা উইলকিন্স কর্তৃকই নিষ্পন্ন হয়। বইটির রচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণে উইলকিন্স বলেন, "At the commencement of the year 1795, residing in the country, and having much leisure, I began to arrange my materials, and prepare them for publication. I cut letters in steel, made matrices and moulds and from them a fount of types of Devnagari character, all with my own hands." [১] উইলকিন্সের স্বহস্তে প্রস্তুত ধাতু-নির্মিত ছেনি ও অক্ষরে এক অসতর্ক মুহূর্তে আগুন ধরে যায় এবং বহু অক্ষর নষ্ট হয়ে যায়। উইলকিন্স এই ঘটনাটিও তাঁর ব্যাকরণটিতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর উইলকিন্স যে ধাতুর অক্ষর নির্মাণে অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এ কথায় আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সুতরাং হলহেডের ব্যাকরণ কিংবা অন্য কোন বাংলা বইয়ের জন্য তাঁর কাঠের অক্ষর খোদাই করার প্রশ্ন অবান্তর মাত্র।

অক্ষর নির্মাতারূপে উইলকিন্সের কার্যাবলী কেবলমাত্র বাংলা এবং দেবনাগরী বর্ণমালাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। তিনি এক ফাউন্ট ফারসী হরফও ঢালাই করেছিলেন। কিন্তু বাংলা অক্ষরের সম্পূর্ণ সাটের প্রথম নির্মাতারূপেই তিনি ভারতের ক্যাক্সটন নামে সুপরিচিত হয়েছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে হালহেডের A Code of Gentoo Laws বইটি মুদ্রণের জন্য ব্যবহৃত জ্যাকসনের তৈরী বাংলা হরফ ও অন্যান্য শিল্পীদের তৈরী বাংলা হরফগুলো মোটেই সুন্দর ছিল না। মুন্সীদের অপটু হাতের বাঁকাচোরা বর্ণমালাকে হুবহু অনুকরণ করায় ওগুলোতে কোন দক্ষতা-নৈপুণ্যের বিকাশ ঘটে নি। ফলে

১। Charles Wilkins, A Grammar of the Sanskrita Language, লণ্ডন, ১৮০৮ ইং প্রবেশিকা, পৃষ্ঠা XII.

উইলকিন্সের তৈরী উন্নতমানের বাংলা হরফের সংঙ্গে ওগুলোর কোন প্রকার তুলনা চলতে পারে না। বিচক্ষণ উইলকিন্স হরফের সঠিক আকৃতি ও সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্যই একদল সুদক্ষ মুন্সী নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা উইলকিন্সের জন্য পরিষ্কার ও সুন্দর হরফের নমুনা প্রস্তুত করেন। হলহেডের ব্যাকরণে বাংলা উদ্ধৃতিগুলিতে ব্যবহৃত অক্ষরগুলো পূর্বের অক্ষরগুলোর চাইতে অনেক উন্নত ধরণের হওয়ায় বিশেষজ্ঞগণ এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। পরবর্তী কালে তাঁরই সুযোগ্য সাগরেদ পঞ্চানন কর্মকার অধিকতর সুন্দর টাইপ প্রস্তুত করেন। এর পরে তাঁরই সুযোগ্য সাগরেদ পঞ্চানন কর্মকার অধিকতর সুন্দর টাইপ তৈরী করে বলে' বলা হয়েছে। কিন্তু সমাচার দর্পণে ১৮৩০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত বাংলা মুদ্রণ সম্পর্কিত তথ্যবহুল একটি প্রবন্ধের মতানুযায়ী উপরোক্ত উক্তির সত্যতা অস্বীকার করা চলে। প্রবন্ধে বলা হয় যে উইলকিন্সের অক্ষর সমাচার দপর্ণে মুদ্রিত অক্ষরগুলোর চাইতে ছিল তিন গুণ বড়। কিন্তু তাহলেও এ প্রবন্ধে ১৭৯৩ সালে গভর্ণমেণ্টের আইন মুদ্রণের ব্যাপারে ব্যবহৃত হরফগুলির চাইতে উইলকিন্সের অক্ষরগুলিকে তুলনামুলক ভাবে বহুগুণে উৎকৃষ্ট বলা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে একথাও অনুমান করা যায় যে ঐ অক্ষরগুলি পঞ্চানন কর্মকারের তৈরী। সুতরাং অক্ষর নির্মাণ বিদ্যায় পঞ্চানন তার ওস্তাদ উইলকিন্সের নৈপুণ্যকেও হার মানান এমন যুক্তির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রকাশিত পঞ্চানন ও উইলকিন্সের হরফগুলির প্রতিকৃতির তুলনামুলক বিচারেও একথাই প্রতিপন্ন হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

হলহেড ও উইলকিন্সের যুক্ত প্রচেষ্টায় সংকলিত এবং মুদ্রিত বাংলা ব্যাকরণটি প্রকাশের সাত বছর পর ১৭৮৫ সালে বাংলা মুদ্রিত দ্বিতীয় বই জোনাথান ডানকানের Regulations for the Administration of Justice in the Courts of Dewannee Adaulat এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। জোনাথান ডানকান বাংলাদেশে নিযুক্ত একজন ইংরাজ সিভিলিয়ান ছিলেন। পরে তিনি বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হন। সার এলিজা ইম্পে মহারাজ নন্দকুমারের ঐতিহাসিক বিচার যে দেওয়ানী আদালতের আইন ও ধারাগুলোর সাহায্যে করেছিলেন তা' উপরোক্ত বা Regulation Impey Code নামে পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয়।

হলহেডের বাংলা ব্যাকরণটি আগাগোড়া ইংরাজীতে লেখা এবং বইটির কেবল দৃষ্টান্তের জন্য স্থানে স্থানে বাংলা উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। এই দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচার করলে ডানকানের বইটিকে নিঃসন্দেহে বাংলা মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ বলা যেতে পারে।

ডানকানের এই অনুবাদটি কোম্পানীর প্রেসে মুদ্রিত হয়। এই প্রেস থেকেই পরে যথাক্রমে ১৭৯১ ও ১৭৯২ সালে নীল বেঞ্জামিন এডমনষ্টোন নামক অপর এক সিভিলিয়ানের রচিত Bengal translation of Regulations for the Administration of Justice in the Fouzdarry, or Criminal Courts in Bengal, Behar and Orissa এবং Bengal Translation of Regulations for the guidance of the Magistrates, passed by the Governor General in Council in the Revenue Department, on the 18th of May, 1792 বই দুইটি মুদ্রিত হয়।

এর পরে ১৭৯৩ সালে হেনরী পিটস্ ফষ্টার কৃত Cornwallis Code এর বাংলা অনুবাদ ঐ প্রেস থেকেই মুদ্রিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে অনারেবল কোম্পানীর প্রেসটি গভর্ণমেণ্ট প্রেসে রূপান্তরিত হয়। অনূদিত বইটির নাম ছিল নিম্নরূপ "১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নবাব গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের হুজুরের কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন। তাহা নবাব গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের হুজুরে কৌনসেলের অজ্ঞাতে মুদ্রণ করেন। মুদ্রণ স্থল কলিকাতা।" যতদূর জানা গিয়েছে তাতে মনে হয় যে ডানকান ও এডমনষ্টোনের অনূদিত গ্রন্থগুলো উইলকিন্সের তৈরী হরফে ছাপা হয় কিন্তু ফষ্টারের Cornwallis Codeএর বাংলা অনুবাদটিতে উইলকিন্সের যোগ্য ছাত্র পঞ্চানন কর্মকারের তৈরী অপেক্ষাকৃত উন্নত, ক্ষুদ্রাকৃতি ও সুন্দর টাইপে মুদ্রিত হয় একথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে বলা হয়েছে।[১] কেননা বলা হয়েছে যে কালে পঞ্চানন টাইপ নির্মানে তাঁর গুরুর চাইতে অনেক বেশী পারদর্শিতা লাভ করেছিল।

বাংলা মুদ্রাক্ষর-নির্মাণ শিল্পকে যিনি বঙ্গদেশে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলেন সেই স্বনামধন্য পঞ্চানন কর্মকার সম্পর্কে আরো কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। পঞ্চানন হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে জন্ম গ্রহণ করেন। বাংলা

১। সুশীল কুমার দে, পৃঃ ৮৮-৮৯ : এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা ছাপাবে হরফের জন্মকথা ভারতবর্ষ, কলিকাতা, আষাঢ়, ১৩৪৪ বাং দ্রষ্টব্য।

অক্ষরের ছেনিকাটা ও ঢালাই করার জন্য উইলকিন্স যখন একজন যোগ্য দেশীয় সহকারীর খোঁজ করছিলেন তখন পঞ্চাননের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সবদিক দিয়ে উপযুক্ত ভেবে উইলকিন্স তাঁকে বাংলা হরফ তৈরীর কাজে নিযুক্ত করেন। উইলকিন্স অত্যন্ত যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে পঞ্চাননকে অক্ষর তৈরীর বিভিন্ন কৌশলগুলি শিক্ষা দিতে থাকেন। যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য পঞ্চাননও অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই হরফনির্মাণে আশাতীত পারদর্শিতা লাভ করে। পরিতাপের বিষয় যে এই অদ্ভুতকর্মা হরফনির্মাতার বিস্তারিত কর্ম জীবনী সংগ্রহ করা যায় নি। উইলকিন্স যখন গভর্ণমেন্ট প্রেসের ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধায়নায় ব্যস্ত ছিলেন পঞ্চানন সম্ভবতঃ তখন তাঁরই অধীনে কাজ করতেন। উইলকিন্স ১৭৮৬ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর থেকেই পঞ্চানন তাঁর নতুন পেশায় নব উদ্যমে কাজ করে যেতে থাকেন। তখন থেকেই ১৭৯৮ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কারখানাটি বিভিন্ন দেশীয় ভাষার হরফ নির্মাণের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠে। কিছুকাল পরে পঞ্চানন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ এবং সিভিলিয়ান এইচ, টি, কোলব্রুকের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই কোলব্রুকের চাকরী পরিত্যাগ করে বাংলা সাহিত্যর এবং ভাষার গোড়ার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ডাঃ উইলিয়াম কেরীর সংগে যোগদান করেন। কেরীর সংগে তাঁর যোগদানের কাহিনী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং এ শুভ যোগাযোগের ফলে বাংলা সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়।

এ সম্বন্ধে অপর একটি প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার আশা রাখি।

ঘ। মুদ্রিত বাংলা বইয়ের প্রথম যুগ

আগেই বলেছি যে ১৭৭৮ সালে হলহেডের ব্যাকরণখানা প্রকাশের ফলে বাংলা ভাষার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এর আগে যে সমস্ত বাংলা বইয়ের কথা আমাদের জানা আছে তার সবগুলিই পর্তুগীজদের প্রচেষ্টায় ছাপা হয়। বাংলা ভাষার ঐ বইগুলি তারা রোমান হরফে বিদেশ থেকে ছাপিয়ে আনতেন। ধর্মপ্রচারের কাজ ত্বরান্বিত করাই ছিল তাদের পুস্তক প্রণয়নও মুদ্রণের মূল উদ্দেশ্য। হলহেডের ব্যাকরণটি নানা কারণে পূর্ববর্তী বইগুলি থেকে ভিন্ন। এই ব্যাকরণ সংকলনের মূলে পর্তুগীজ পাদ্রীদের মত হলহেডের কোন ধর্মীয় স্বার্থ ছিল না। ইংরাজ সিভিলিয়ানদের কাছে সংস্কৃত বহুল বাংলা ?

সহজগম্য করে তোলাই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। অবশ্য তাঁর এ উদ্দেশ্যের সংগে রাজনৈতিক মতলব হাসিলের প্রশ্নটি ওৎপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। যা হোক ইংরাজদের জন্য একজন ইংরাজ কর্তৃক রচিত এই বইটির প্রায় সম্পূর্ণ অংশই ইংরাজীতে লেখা হয়েছিল। তবে দৃষ্টান্তের জন্য বাংলা হরফে মুদ্রিত বাংলা উদ্ধৃতির সংযোজনের ফলে বইটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। কারণ বাংলা হরফে মুদ্রিত এই গুটি কয়েক বাংলা উদ্ধৃতিই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সূচনা করে। উক্ত উদ্ধৃতি সংগ্রহের জন্য হলহেড তৎকালীন পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারত ও বিদ্যাসুন্দর সহ মোট ছ'খানি বইয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

হলহেড কোম্পানীর অধীনে একজন রাইটার হিসাবে বাংলাদেশে আগমন করেন। ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যে তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষক ওয়ারেন হেষ্টিংসের মতো তিনিও সদ্য আগত অনভিজ্ঞ ইংরাজ সিভিলিয়ানদের ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে ভারত এবং ভারতবাসীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। হেষ্টিংসের সমর্থন এবং অনুপ্রেরণায় তাঁর বিখ্যাত ব্যাকরণটি সংকলন করে তাঁর মতবাদকে বাস্তবে রূপ দিতে চেষ্টা করলেন। বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে অনেকে এটাকে বাংলাভাষার বিজ্ঞান-সম্মত প্রবেশিকা বলে উল্লেখ করেছেন। বইটির ভূমিকায় হরফ নির্মাতা উইলকিন্সের অকুণ্ঠ অবদানের বিষয় তাঁর নিজের পরিশ্রমের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার মাঝে অতুলনীয় বিনয়ের পরিচয়ই পাওয়া যায়। হলহেড বলেন, "Although any attempt may be deemed incomplete or unworthy of notice, the book itself will always bear an intrinsic value from its containing as extraordinary an instance of mechanic abilities as has perhaps ever appeared."[১]

হলহেড বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশের কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত বাংলা গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে জোনাথান ডানকানের Impey Codeএর বাংলা অনুবাদ Regulation for the Administration of Justice in Fouzdary (or Criminal) Courts এবং হেনরী পীটস্ ফর্ষ্টারের Cornwallis Codeএর বাংলা অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য যদিও বইগুলি

১। হলহেড। ঐ প্রবেশিকা, পৃষ্ঠা XXIII—XXIV.

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কোম্পানী প্রণীত আইন কানুনের ব্যাখ্যার জন্য প্রধানতঃ লিখিত হয়। ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এদের কোন মূল্যই খুঁজে পাওয়া যায় না।

১৭৯৩ সাল থেকে ১৭৯৯ সালের মধ্যে বাংলাভাষা এবং সাহিত্যে অসীম সম্ভাবনা নিয়ে কয়েকটি বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়। আমরা এর আগে লিসবন থেকে মুদ্রিত ফাদার আন্তুপ্পসাওঁয়ের Vocabulario lowm Idioma Bengalla, low Portuguez শীর্ষক রোমান হরফে মুদ্রিত বাংলা অভিধানটির কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু রোমান হরফে ছাপা হওয়ার ফলে এই বাংলা পর্তুগীজ অভিধানটি পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচ্য অভিধানগুলির মতো ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকাল থেকেই বিজয়ী ইংরাজ এবং বিজিত বাঙালী উভয়েই পরস্পরের ভাষা শেখার আগ্রহ দেখায়। এতে উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রণোদিত। হলহেডের ব্যাকরণটি এ জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই রচিত হয়েছিল। কিন্তু উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রকাশের ১২ বৎসরের মধ্যেই বইটি অপ্রাপ্য হয়ে উঠে। ফলে স্বভাবতই একটি বাংলা ব্যাকরণ এবং বিশেষ করে ইংরাজী ও বাংলা এই দুই ভাষার একটি অভিধানের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ১৭৯৭ সালে কয়েকজন বাঙালী অনুরূপ একটি ব্যাকরণ ও অভিধান প্রকাশের জন্য কলিকাতা গেজেটে আবেদন জানান। ঐ আবেদনে তাঁরা বলেন যে, এ ধরণের বই প্রকাশিত হলে তাঁদের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা অনেকটা সুবিধাজনক হবে। বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন এই সব আবেদনকারীরা এও বলেন যে, "By this means we shall be enabled to recommend ourselves to the English Government and understand their orders." তাদের এ আবেদনে বিদ্যা শিক্ষার আগ্রহের সাথে সাথে সরকারকে স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টাও স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়।[১]

ফলে ১৭৯৩ সালে সর্বপ্রথম এ ধরণের একটি শব্দকোষ প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্রে বইটির নাম ছিল নিম্নরূপঃ ইংরাজি ও বাঙ্গালা বোকেবিলরি

১। W. H. Carey প্রণীত The Good Old Days of Honourable John Company, প্রথম খণ্ড ২৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

An extensive Vocabulary, Bengalese and English, very useful to teach the Natives English and to assist Beginners in Learning the Bengal Language, Calcutta, printed at the Chronicle Press.

অভিধানটির প্রণেতার নাম জানা যায় নি। তবে অভিধানের ভূমিকায় এই অজ্ঞাতনামা লেখক নিজের সম্পর্কে বলেন যে, The Author spent ten years in compiling and revising this work. He is very sensible of its defects; but as it is the first of the kind, and promises much utility in diffusing the English language among the Natives, he hopes it will be candidly received by the publick. The Printer engages to furnish to every purchaser a complete Index, as soon as it can be prepared, gratis".[১]

বর্তমান যুগে পণ্ডিত মহলের কেউ কেউ কলিকাতা ক্রনিকল প্রেস এবং সাপ্তাহিক Calcutta Chronicle পত্রিকার মালিক মিঃ এ, আপজনকে উক্ত অভিধানটির প্রণেতা বলে অনুমান করেন। আপজন ১৭৯৫ সালে প্রকাশিত কলিকাতার মানচিত্র এবং ভারতের বিভিন্ন ডাকপথ সম্বলিত মানচিত্র এবং দুইটির মুদ্রাকর এবং প্রকাশক ছিলেন। তবে আপজন স্বয়ং অভিধানটির রচয়িত ছিলেন, না কেবলমাত্র মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন; কলিকাতা ক্রনিকল পত্রিকায় প্রকাশিত বইটির বিজ্ঞাপনে এমন কোন স্পষ্ট উক্তি ছিল না।

অভিধানটি ডবল ক্রাউন ষোল পেজী আকারে মুদ্রিত হয়। পুরোভাগে ভূমিকার কয়েকটি পাতা ছাড়া বইটিতে ৪৫৫ পৃষ্ঠা রয়েছে। বইটিতে বাংলা শব্দ বামে এবং ইংরাজী অর্থ ডানে—এইভাবে প্রত্যেক পাতায় দুই কলামে ছাপা হয়। তাছাড়া শব্দ বিন্যাসেও একটা বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। এতে প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণ ও পরে স্বরবর্ণ সন্নিবেশ করা হয়েছে। 'শব্দকোষ'টী সম্পর্কে সজনীকান্ত বলেন যে, "এর অনেক হাল আমলে অপ্রচলিত, অনেক শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, সংস্কৃত তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম, দেশজ শব্দ অনেক

১। ইংরাজী ও বাঙ্গালা বোকেবিলরি An Extensive Vocabulary Bengales and English—Preface.

বেশী ; মুসলমানী শব্দের প্রাচুর্য্যও পরিলক্ষিত হয়। ফরষ্টারের অভিধান থেকে বাংলাভাষাকে সংস্কৃত বহুল করার যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল এই অভিধানে তার কোন চিহ্ন নেই।" [১]

আপজনের এই বাংলা-ইংরাজী অভিধানটি প্রকাশের কিছুকালের মধ্যেই Cornwallis Code এর অনুবাদক হেনীর পীটস্ ফষ্টার দুই খণ্ডে একটি সম্পূর্ণ দ্বিভাষিক অভিধান প্রণয়ন করেন। ইংরাজী-বাংলা এবং বাংলা-ইংরাজী এই দুই খণ্ড যথাক্রমে ১৭৯৯ এবং ১৮০২ সালে কেরিজ এণ্ড কোম্পানী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়।

উক্ত অভিধানটি শুধু প্রথম যুগের বাংলা ভাষার শব্দকোষ হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ নয় ; বরং ডাঃ সুশীল কুমার দে'র মতে এটি সুকল্পিত এবং যত্ন-সহকারে সংকলিত শব্দকোষের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তাঁর বিশ্বাস বইটি উইলকিন্সের তৈরী অক্ষরে ছাপা হয়। পরবর্তীকালে ফরষ্টারের এই বইটিই কেরীকে বাংলা শব্দকোষ প্রণয়নে অনুপ্রাণিত করে। কেরী এই বাংলা অভিধান সম্পর্কে অন্য কোন প্রবন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রাখি। ফরষ্টারের শব্দকোষে প্রায় আঠারো হাজার শব্দ সন্নিবেশ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ শব্দকোষটির মূল্য ষাট টাকা নির্ধারণ করা হয়। তখনকার ছাপার খরচের অনুপাতে বইটির দাম অত্যন্ত বেশি। ফলে বইটি সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার উর্দ্ধে ছিল। এই প্রসঙ্গে বইয়ের এই উচ্চ মূল্য সম্পর্কে দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। গ্রাউডইনের গ্রন্থাবলীর উচ্চমূল্য সম্পর্কে এক বক্রোক্তিতে ডব্লিউ এইচ কেরি (শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়াম ক্যারি নন) বলেন যে এ সময় "নিশ্চয়ই ছাপার খরচ অত্যন্ত বেশী ছিল। অথবা লেখক ও প্রকাশকেরা বইয়ের ব্যবসায়ে অধিক লাভ করে দ্রুত ধনবান হবার আকাঙ্ক্ষা করতেন। যা হোক প্রকাশক এবং লেখকদের স্বপক্ষে একথা বলা যেতে পারে যে এ সময়ে নিশ্চয় ছাপার খরচই অধিক ছিল। কেনন ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ডাঃ উইলিয়াম কেরির নিকট থেকে কাগজের দাম সহ কলিকাতার মুদ্রাকরগণ দশহাজার কপি বাইবেল মুদ্রণের জন্য ৪৩,৭৫০ টাকা চেয়েছিল বলে জানা যায়।

১। সজনীকান্ত দাস ; বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান ; সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা ১৩৪৩ বাংলা।

৭শ্রীশ্রীরাম

সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার জমিদারান ও অহরি তালুকদারান আর ... অমিদের মালি... সদরে মালগুজারি করে তাহার দিগের মনুহার দেওয়া আছেন

প্রথম দফা

সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার সদর খাজানার দহ সালা বন্দবস্তের যে সকল আইন ইংরেজী সন ১৭৮৯ সালের মাহ সেপ্তম্বরের ১৮ তারিখে মুতাবিক ২৭ জেলহেজ সন ১২০৩ হিজরি মুতাবেক ৫ মাহ আশ্বিন সন ১১৯৬ বাঙ্গালা ও ইংরেজী সন ১৭৮৯ সালের মাহ নবম্বরের ২৫ তারিখে মুতাবেক ৭ রবিওল আওল সন ১২০৪ হিজরি মুতাবিক ১০ মাহ অগ্রহায়ণ সন ১১৯৬ বাঙ্গালা ও ইংরেজী সন ১৭৯০ সালের মাহ ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখে মুতাবিক ২৪ মাহ জমাদিওল আওল সন ১২০৪ হিজরি মুতাবেকে ১ মাহ ফাল্গুন সন ১১৯৬ বাঙ্গালায় হইয়াছে তাহাতে জমির মালিকের দিগে খবর দেওয়া গিয়াছিল তাহারা সরকারের সহিত বন্দবস্ত করিবেন তাহা দিগের জমির জমা ঐ আইন মাফিক আহাবাদ্য হবেক তাহা দহ বৎসরের পরেও সরকার ওহামেশা কায়েম থাকিবেক যদ্যপি শ্রীযুত ইংরেজ সাহেবের হুজুর বিলাতের কোর্টের মুক্তিয়ার তাহারা মঞ্জুর করেন সত্ত্বা কায়েম থাকিবেক।

দ্বিতীয় দফা

সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার জমিদারান ও অহরি তালুকদারান ও আর যে কেহ জমির মালিক সদরে মালগুজারি করে তাহার দিগে ... সদর গবনর জেনরেল বাহাদুর খবর দিতেছেন যে শ্রীযুত ইংরেজ

পঞ্চানন কর্মকারের তৈরী হরফে মুদ্রিত ও হেনরী পীটস ফরষ্টার অনূদিত কর্ণওয়ালিস কোডের একটি পৃষ্ঠা।

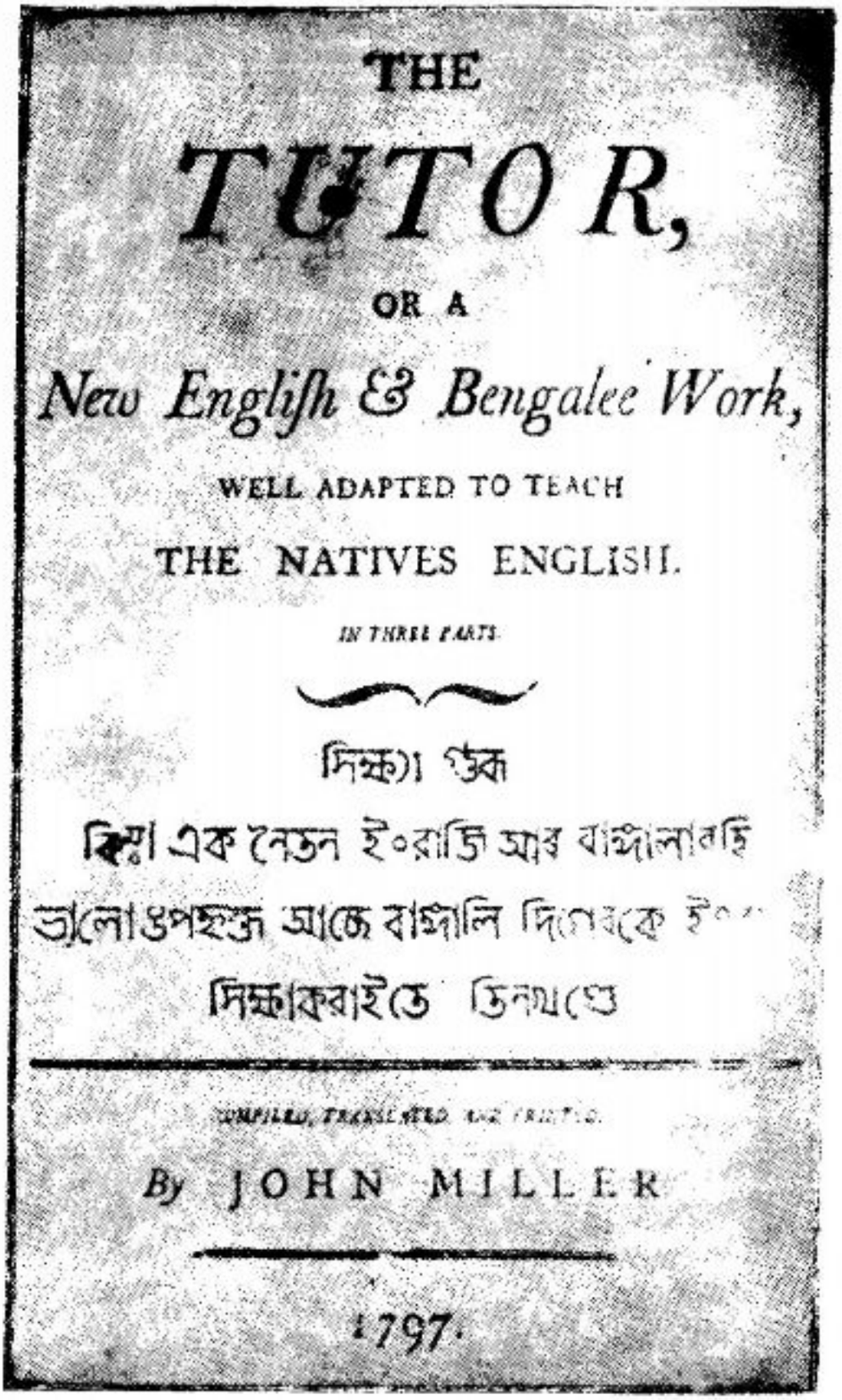

THE

TUTOR,

OR A

New English & Bengalee Work,

WELL ADAPTED TO TEACH

THE NATIVES ENGLISH.

IN THREE PARTS.

সিক্ষ্যা গুরু

কিম্বা এক নৌতন ইংরাজি আর বাঙ্গালা বহি

ভালো উপযুক্ত আছে বাঙ্গালি দিগেরকে ইং

সিক্ষাকরাইতে তিনখণ্ডে

COMPILED, TRANSLATED, AND PRINTED.

By JOHN MILLER

1797.

১৭৯৭ সালে প্রকাশিত জন মিলারের The Tutor বা 'সিক্ষ্যা গুরু' পুস্তকের আখ্যাপত্র। আখ্যাপত্রেই ইংরেজী বাক্যরীতির অনুকরণে সৃষ্ট 'ফিরিংগী বাংলার' প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

মুদ্রিত বাংলা বইয়ের ইতিহাসে প্রাক-শ্রীরামপুর যুগের দুইটি বাংলা বই সম্পর্কে কিছু না বললে আমাদের এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ঐ দুইটি বইয়ের প্রণেতার নাম জন মিলার। সজনীকান্ত বাবুর মতে কোম্পানীর অধীনে জন মিলার নামীয় বহু ইংরাজ রাইটার পদে নিযুক্ত ছিল। যা'হোক মিলারের প্রথম বইটি ১৮০১ সালে মুদ্রিত হয়। বইটির নাম ছিল The Bengali English Dictionary। তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকটি ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এটার নাম "The Tutor or a New English and Bengali Work, well adapted to teach the Natives English in three parts : শিক্ষাগুরু কিম্বা এক নৈতন ইংরাজি আর বাঙ্গালা বহি ভালো উপযুক্ত আছে বাঙ্গালীদিগের ইংরাজী শিক্ষা করাইতে তিনখণ্ড।"

সজনীকান্ত বাবুর মতে যদিও মিলারের শব্দকোষের কথা রেভারেণ্ড লং সাহেবের ক্যাটালগ, বিশ্বকোষ এবং সুশীল কুমার দের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে তবু শব্দকোষটি কেউ দেখেছেন বলে জানা যায় না।

ইংরাজী বাক্যরীতি অনুযায়ী কথ্য বাংলার বিন্যাসই ছিল মিলারের এই বইটির প্রধান বিশেষত্ব। The Tutor এর আখ্যান পত্রেই পাঠক সম্ভবতঃ এ বিষয় লক্ষ্য করে থাকবেন। তাঁর এই বিশেষ রীতির প্রভাবেই 'ফিরিংগী বাংলা' বা ইংরাজী প্রভাবান্বিত বাংলা সৃষ্টি হয়। এই ফিরিংগী বাংলাই আজো মঞ্চের কৌতুকাভিনেতার বিশিষ্ট ভাষা। এ জাতীয় সংলাপ কেবলমাত্র শিক্ষিতদের নয় অশিক্ষিতদের মধ্যেও অট্টহাসির সৃষ্টি করে।

মুদ্রিত বাংলা বইয়ের প্রাথমিক যুগের ছয়জন কৃতী ইংরাজ লেখকের গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করেছি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এঁদের পরে অবশ্য ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টা বিপ্লব সূচিত হয়। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের প্রচেষ্টা এবং সাফল্যের ইতিহাস অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। পরবর্তী কোন প্রবন্ধে শ্রীরামপুর এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত বাংলা বই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি।

উপরে বর্ণিত ইংরাজ সিভিলিয়ান এবং পাদ্রীদের প্রচেষ্টার ফলেই যে বাংলা দেশে মুদ্রণ শিল্পের বিকাশ লাভ ঘটে এ সম্পর্কে কারো দ্বিমত থাকা উচিত নয়। তবে একথাও মনে করা অনুচিত যে এদের প্রচেষ্টা ব্যতীত বাংলাদেশে মুদ্রণের প্রচেষ্টা মোটেই ঘটতো না। কেননা বাংলাদেশে মুদ্রণের প্রচেষ্টা যখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে তখন বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের অধীনে সাফল্যজনক মুদ্রণের কাহিনী আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং একথা বলা অন্যায় হবে না যে ইংরাজ পাদ্রী ও সিভিলিয়ানদের প্রচেষ্টা ছাড়াও মুদ্রণশিল্পের সূচনা এবং উন্নতি এদেশে হতোই। তবে এক্ষেত্রে মুদ্রণোন্নয়নের গতি হয়তো ততটা দ্রুতগামী হতো না।